রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ২২ কার্তিক – ২৮ কার্তিক, ১৪২৬ ঃ ৯ নভেম্বর – ১৫ নভেম্বর, ২০১৯

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 4, 9 November - 15 November, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: ২০১৩–র পর ফের একবার রাজ্যে গুটখা বিক্রির ওপর

নিষেধাজ্ঞা জারি হল। শুধু বিক্রি নয়, গুটখা বা পানমশালা জাতীয় কোনও পণ্য এখন থেকে রাজ্যে উৎপাদন করাও যাবে না।

রবিবার: তাঁর ফোনে আড়িপাতা হচ্ছে বলে এবার সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর অভিযোগ দুটি রাজ্য সরকার এই কাজে যুক্ত রয়েছে। অন্যদিকে ইজরায়েলের সংস্থাকে ব্যবহার করে ফোনে আড়িপাতার জন্য মোদী সরকারকেও দুষলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার: মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন তাঁর ফোনে আড়িপাতা

হচ্ছে। সেই বক্তব্য খণ্ডন করে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় এক হাত নিলেন রাজ্য সরকারকে। তাঁর বক্তব্য, এ রাজ্যেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ফোনে আড়িপাতা হচ্ছে। যার জন্য প্রকারান্তরে রাজ্যকেই নিশানা করলেন রাজ্যপাল বলে মন্তব্য বিশেষজ্ঞ মহলের।

মঙ্গলবার: নাগপুরে গড়ে উঠতে চলেছে দেশের সবথেকে

বড় উড়ালপুল। নাগপুর মেট্রোর সীতাবুলডি স্ট্রেচে গড়ে উঠছে চারতলা সমান এই উড়ালপুলটি। মেট্রো লাইনের নিচে ৫.৩ কিলোমিটার দৈর্ঘের ফ্লাইওভারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫৩৫ কোটি টাকা।

বুধবার: একদিকে গুজরাতে মহাতাণ্ডবের ভ্রুকুটি। অন্যদিকে

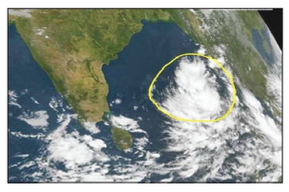

বঙ্গোপসাগরে চোখরাঙাচ্ছে বুলবুল নামক ঘূর্ণিঝড়। যা নিয়ে এখন থেকেই আশঙ্কায় দক্ষিণবঙ্গ।

বৃহস্পতিবার: ভাটপাড়ার পুরসভা পুনর্দখল করল তৃণমূল।

উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের বিপুল সাফল্যের পর এই পুরসভার কাউন্সিলরদের রীতিমতো ঢাকগুড়গুড় করে দিল্লির অফিসে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল পদ্মফুলে। তাদেরই পুরনো দলে প্রত্যাবর্তন ঘটায় ধাক্কা খেল বিজেপি। এমনটাই ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

শুক্রবার: ভালবাসার বারান্দা ছেড়ে পরলোকে পাড়ি জমালেন

সাহিত্যিক তথা শিক্ষাবিদ নবনীতা দেবসেন। নোবেল জয়ী অমর্ত সেনের প্রাক্তন স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ সাহিত্যমহল থেকে তামাম শিক্ষানুরাগী।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

লাল সতর্কতা চার জেলায়

ধেয়ে আসছে বুলবুল

তফাৎ যাও : বুলবুল আসছে, তাই সমুদ্র থেকে দূরে থাকতে চলছে প্রচার।

কুনাল মালিক ● দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে গভীর নিম্নচাপ। সেই নিম্নচাপই তৈরি করবে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল। তার আশঙ্কায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে ইতিমধ্যেই লাল সতর্কতা জারি হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বুলবুল সাগরদ্বীপ থেকে ৯২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। দিল্লির মৌসম ভবন ২৪ ঘন্টা এই ঝড়ের গতিপ্রকৃতি জানতে নজরদারী চালাচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের দিকে। তবে ঘূর্ণিঝড় ঠিক কোথায় আছড়ে পড়বে তা এখনও স্পষ্ট করে আবহাওয়া দফতর জানাতে পারছে না। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ব্যাপক বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা আছে। ইতিমধ্যেই আকাশের মুখ ভার। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ছাড়াও, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভবনা আছে। বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। ঝড়ের গতিবেগ ঘন্টায় ১৪০–১৫০ কিলোমিটার হতে পারে। বৃষ্টিপাত শুরু হতে পারে শনিবার থেকে। রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুরে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রতিরোধে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ইতিমধ্যেই জরুরি সভা করেছে।

জেলার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক সৌম্যব্রত ব্যানার্জী জানালেন ইতিমধ্যেই জেলার উপকূলবর্তী কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, বাসন্তী, গোসাবা, মধুরাপুর ও জয়নগর এলাকায় মাইকে সচেতন করা হচ্ছে। ফ্লাড ও সাইক্লোন সেন্টারগুলোর পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হয়েছে। পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মৎস্যজীবীরা যাতে সমুদ্রে মাছ ধরতে না যায়, তার জন্য বার্তা পাঠানো হয়েছে। যারা মাছ ধরতে গিয়েছিল তারা যাতে শীঘ্র ফিরে আসে, সেই বার্তাও পাঠানো হয়েছে।

সিভিল ডিফেন্স সূত্রের খবর বিভিন্ন কোস্টাল এলাকায় স্বেচ্ছা সেবকদের তৎপর হতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে ওয়াটার উইংসের লাইফ বোর্ডগুলিকেও কাজে লাগানো হবে। জেলার প্রতিটি মহকুমা শাসক ও বিডিওদের ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে অ্যালার্ট থাকতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই জেলা জুড়ে পুলিশ সহ মোতায়েন করা হয়েছে সিভিল ডিফেন্সের প্রশিক্ষিত কর্মীদের।

আরও বাড়বে ডেঙ্গির প্রকোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বঙ্গোপসাগরে ঘণীভূত ঘূর্ণিঝড় যখন দুই মেদিনীপুর ও দুই ২৪ পরগনায় আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তখন কলকাতায় বুলবুল ছড়াচ্ছে ডেঙ্গি আতঙ্ক। এমনিতেই কলকাতা সহ সারা রাজ্যে ডেঙ্গির বলি হয়েছেন ১৪ জন। বেসরকারি মতে সরকার যদি ডেঙ্গির তথ্য লুকিয়ে না রাখত তাহলে এই সংখ্যা আরও বাড়ত। সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার ম্যানেজার ও পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু ভয় ধরিয়েছে কলকাতা ও হাওড়াবাসীর মনে।

পরিবেশবিদদের মতে বুলবুলকে ঘিরে ফের যেভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে শহরে তাতে ডেঙ্গির প্রকোপ আরও বাড়বে। হেমন্তের ঠাণ্ডা বাতাস শীতের আবহ বয়ে নিয়ে আসতেই মানুষ ভেবেছিল এবার তাদের মুক্তি মিলবে মশার হাত থেকে। প্রশাসনও আশা করেছিল এবার ডেঙ্গি পরিস্থিতি বদলাবে। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলেছে বুলবুল। ঝড়ে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হবে তা নিয়ে মানুষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও ডেঙ্গির কাছে তারা অসহায়।

গদির লড়াই মহারাষ্ট্রে

ওঁকার মিত্র

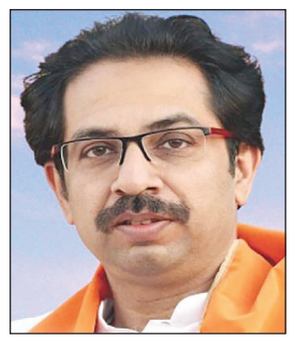

এ কেমন রঙ্গ জাদু, এ কেমন রঙ্গ। এর সঙ্গে যোগ করে নিন 'ভোট' শব্দটি। হবে এ কেমন ভোটরঙ্গ জাদু, এ কেমন ভোটরঙ্গ। হ্যাঁ এই রঙ্গ এখন চলছে মহারাষ্ট্রে। দর্শক সারা ভারতবাসী। এই রঙ্গ আয়োজনে যারা রসিকের ভূমিকায় তাদের নাকি সম্প্রতি নির্বাচন করেছেন মহারাষ্ট্রের জনগণ। এমন রায় তারা দিয়েছেন যে জোট রাজনীতি নতুন জটের গেরোয় ফেঁসে গিয়েছে। ছোট রসিকদ্বয় কংগ্রেস ও এনসিপি এই পালা বদলের পালায় বেড়াল তপস্বীর চরিত্রে। মুখে বলছে বিবেকের কথা, চোখ রেখেছে শিকের দিকে— কখন ছিঁড়ে পড়ে ক্ষমতার হাঁড়ি। আর দুই হুলো বিজেপি আর শিবসেনা ফোঁস ফোঁস করছে মুখ্যমন্ত্রীর গদি নিয়ে। চাই আধা–আধা। একেই বলে প্রকৃত 'কিসসা কুর্সি কা'।

এবারের মহারাষ্ট্র প্রমাণ করল গণতন্ত্রে নির্বাচনই শেষ কথা বলে না। আসলে চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা। না হলে আগাম জোট করে লড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মত পাওয়া সত্ত্বেও বিজেপি–শিবসেনা সরকার গড়তে পারছে না কেন? কারণ তাদের দায়বদ্ধতার ভরকেন্দ্র জনগণ থেকে সরে এসেছে গদির দিকে। ফলে নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ অংশগ্রহণ করেও সুষ্ঠ স্বচ্ছ সরকার থেকে বঞ্চিত মহারাষ্ট্রবাসী। চাষি–শ্রমিক থেকে খেটে খাওয়া মানুষের দুর্দশা আগামীতে যে চরম হতে চলেছে তার হদিশ দিচ্ছেন এইসব ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা। দেশভক্তিতে সুখ্যাত মারাঠিরা। অথচ তাদের এই রাজনৈতিক সংকটে দেশভক্তির লেশমাত্র টের পাওয়া যাচ্ছে না।

আসলে শিবসেনা–বিজেপির এই দ্বৈরথ আজকের নয়। নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই নানা ইস্যুতে শিবসেনার ক্ষোভের মুখে বিজেপি। অযোধ্যা বিবাদ যার মধ্যে অন্যতম। দুদলই চায় রামমন্দির–বাবরি মসজিদ বিবাদ নিরসনের কৃতিত্ব পুরোটাই নিজেরা নিতে। ফলে শিবসেনা খাপ্পা। মোদী–অমিতের খোলাখুলি চাঁচাছোলা সমালোচনা চলে শিবসেনার মুখপত্রে। সামনে অযোধ্যা মামলার রায়। ফলে তুঙ্গে উঠেছে ইগোর–লড়াই। আবার এই অযোধ্যাই কংগ্রেস–এনসিপিকে দূরে সরিয়ে রেখেছে শিবসেনার থেকে।

টোটো নিয়ে অস্বস্তিতে তৃণমূল, অভিযোগের তির দেবশ্রীর দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এমনিতেই দলবদলে জল্পনায় তীব্র অস্বস্তি, অন্যদিকে তৃণমূল এবং বিজেপি দুই জায়গাতেই আপাত ব্রাত্য হয়ে কার্যত ঘরবন্দি রায়দিঘির তৃণমূল বিধায়ক দেবশ্রী রায়। এমন সময়ে আবার নতুন করে বিপদ ঘিরে ধরল দেবশ্রীকে। জানা যায় নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের টোটো দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে তাদের থেকে ৮০ লক্ষ টাকা নিয়ে আর ওমুখো হননি বলে অভিযোগ। এর ফলেই রায়দিঘি জুড়ে পোস্টার পড়েছে তার নামে। তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে দলের কোনরকম অনুমোদন ছাড়াই এই বিপুল পরিমাণ টাকা তুলেছেন দেবশ্রী রায়। ফলে কার্যত এখন নিজের দলের তরফেই দোষের বোঝা চাপানো হচ্ছে রায়দিঘির সাংসদের ওপর।

ফেরত দাও : টোটো নয় টাকা চেয়ে পোস্টার।

ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি। তিনি জানান দেবশ্রী গ্রামের বেকার যুবকদের টোটো দেওয়ার নাম করে প্রত্যেকের কাছ থেকে ৪০০০ টাকা করে নিয়েছে। তার কিছু রসিদ আমার কাছেও আছে। অবিলম্বে এই সমস্ত যুবকদের সমস্ত টাকা ফেরত দিতে হবে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, টোটো দেওয়ার নাম করে দফায় দফায় বিপুল পরিমাণ টাকা তোলা হয় গ্রামবাসীদের থেকে। ওই টাকার রসিদ কাউকে দেওয়া হয়েছে আবার কাউকে দেওয়া হয়নি। ঘটনার পর রায়দিঘি তে পা রাখেননি দেবশ্রী।। তবে ঘটনায় দেবশ্রীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন তোলেন নি বলে অভিযোগ। গোটা ঘটনায় দলের বিধায়কের বিরুদ্ধে তদন্তের প্রস্তুতি শুরু করেছে খোদ তৃণমূল।

মজুরি বিক্ষোভ পাম্প অপারেটরদের

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে মজুরি পাচ্ছেন না জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কোচবিহার যান্ত্রিক উপভোক্তার অন্তর্গত পাম্প অপারেটররা। অনির্দিষ্টকালের জন্য তাদের মজুরি আটকে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছে সেই সমস্ত এজেন্সি যারা এই পাম্প অপারেটরদের মজুরি প্রদান করে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে এক ভয়াবহ সঙ্কটের মুখোমুখি সংশ্লিষ্ট এই ডিভিশন এর অন্তর্গত প্রায় ২০০ পানীয় জল সরবরাহকারী শ্রমিক। মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যাবতীয় কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভে সামিল হলেন পাম্প অপারেটররা। এদিন পানীয় জল পাম্প অপারেটর কর্মী ইউনিয়ন নর্দান মেকানিক্যাল ডিভিশন কমিটির ডাকে এই আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নেন তারা।

গোটা কোচবিহার জেলা সহ আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি মিলিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এই কোচবিহার যান্ত্রিক উপভোক্তা ডিভিশনের অন্তর্গত রয়েছে প্রায় ৫৭৫টি পাম্প হাউস এবং সব মিলিয়ে পাম্পগুলিতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১হাজার ৩০০ জন। এর মধ্যে কোচবিহার জেলার ২৫টি পাম্প হাউসে কর্মরত পাম্প অপারেটর ও ভাল্ব অপারেটরদের মজুরি দেয় সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন। এর বাইরে প্রত্যেকটি পাম্প সরাসরি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর এর অন্তর্ভুক্ত এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বরাত প্রাপ্ত এজেন্সি অপারেটরদের মজুরি প্রদান করে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রায় ২৫০জন পাম্প অপারেটরদের মজুরি দিচ্ছে না বিভিন্ন পাম্প হাউজের বরাতপ্রাপ্ত এই এজেন্সিগুলি। এ বিষয়ে বারবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েও কাজের কাজ হয়নি কিছুই।এই অবস্থায় চরম সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই সমস্ত পানীয় জল সরবরাহকারী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য

হাসপাতালে কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শুক্রবার থেকে চলা নিরাপত্তারক্ষী অস্থায়ী কর্মীদের কর্মবিরতি দ্বিতীয় দিনে পড়ল কোচবিহার মেডিকেল কলেজ হসপিটালে। ভোগান্তির শিকার রোগীর পরিবার থেকে রোগী ও সাধারণ মানুষের।

সাফাই কর্মী ও নিরাপত্তা রক্ষীদের দাবি অবিলম্বে তাদের মাসিক বেতনের যে অংশ কর্তৃপক্ষ কেটে নিয়েছে তা ফেরত না দিলে কোন অবস্থাতেই তারা কাজে যোগদান করবেন না। এমত অবস্থায় এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে রোগী ও রোগীর পরিবারকে।

রোগীর পরিজনদের অভিযোগ নিরাপত্তারক্ষী ও সাফাই কর্মীদের অনুপস্থিতিতে পুর হাসপাতার নরকে পরিণত হয়েছে। ওয়ার্ডের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে আবর্জনা। অথচ কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে তার কোনও ঠিক নেই।

আবর্জনাময় : হাসপাতালে যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে চিকিৎসা বর্জ্য।

প্রশাসনিক উদাসীনতাই ডেঙ্গি বাড়বাড়ন্তের মূল কারণ

কল্যাণ রায়চৌধুরী ● উত্তর ২৪ পরগনা

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বনগাঁ, গাইঘাটা, হাবড়া, অশোকনগর দিয়ে এবারে ডেঙ্গুর যে প্রকোপ শুরু হয়েছিল, সেই প্রকোপ ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে প্রায় সমগ্র জেলাকেই। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণাধীন বলে দাবি করা হলেও, তা যে শুধু কথার কথা, তা বোঝা যাচ্ছে গোটা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়ে ডেঙ্গুর রমরমা আর বাড়বাড়ন্তে। হাবড়া হাসপাতালে প্রায় ২৯০ জন ভর্তি থাকা রোগীর মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৬০ জন, বলে জানালেন হাসপাতাল সুপার ডাঃ শঙ্করলাল ঘোষ। তিনি বলেন, 'আমার হাসপাতালে এই মুহূর্তে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর খবর নেই। তবে ১ নভেম্বর অন্যত্র রেফার করা একজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে।' অশোকনগর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার বলেন, 'আশা করা গিয়েছিল আবহাওয়ার পরিবর্তন হলে ডেঙ্গু পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু পরিস্থিতি তেমন আশানুরূপ হয়নি। অশোকনগর হাসপাতালে প্রায় দেড় শতাধিক ভর্তি রোগীর মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ জন। তবে এই মুহূর্তে মৃত্যুর খবর নেই।' এদিকে দিন যত এগোচ্ছে, জেলা জুড়ে ডেঙ্গুর তত বিস্তার লাভ হচ্ছে। সম্প্রতি নৈহাটিতে ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। দক্ষিণ দমদম পুরসভা এলাকাতেও সম্প্রতি নতুন করে ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দিয়েছে। স্থানীয় সাংবাদিক অলোক মিত্র বলেন, 'জেলায় ডেঙ্গুর অবস্থা খুব খারাপ। এক বছর পর দেগঙ্গা, বাদুড়িয়াতে আবার নতুন করে ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে দেগঙ্গায় কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে ডেঙ্গুতে। বারাসতেওপুর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ছড়িয়ে পড়েছে ডেঙ্গু।

এরপর পাঁচের পাতায়

আজও জীবন্ত ইতিহাস জ্ঞানেশ্বরী দূর্ঘটনার মৃতপ্রাণগুলি

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

খড়গপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে ঝাড়গ্রামের দিকে যাওয়ার পথে এল তৃতীয় স্টেশন খেমাশুলি। জানালায় চোখ রাখলে সুদূর বয়ে গেছে ধূ ধূ মাঠ। এভাবে প্রায় ২–৩কিমি যাবার পর হঠাৎ চোখে পড়ল কিছু রেলের দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া কামরা, স্থানীয় রেলযাত্রীদের জিজ্ঞাসা করতেই মনে প।ে ভয়াবহ সেই স্মৃতি! ২০১০ সালের ২৮ মে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার(বর্তমান ঝাড়গ্রাম) জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনাটি ঘটে ছিল রাত্রি প্রায় ১ টা ২০ নাগাদ। যা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বড় ট্রেন দুর্ঘটনা বলে চিহ্নিত। দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের লাইন চ্যুত

বগিতে একটি চলন্ত মালগাড়ি ধাক্কা মারে। আর তাতেই ১৪৮ জন যাত্রীর প্রাণহানি ঘটেছিল। পরে সংখ্যাটি ২২০ পেরিয়ে গেছিল। অন্তর্ঘাত না বোমা বিস্ফোরণের ফলে লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তা নিয়ে রয়েছে নানা বিতর্ক। স্টেশনে নেমে দুর্ঘটনা স্থলের দিকে এগোলেই গা ছম ছম করে উঠে। জঙ্গল ঘেরা এই জায়গাটি দিনের বেলায় এড়িয়ে চলেন আসে পাশের গ্রামের লোকজন। ঘটনার প্রায় ১০ বছর হতে চলেছে তবুও জায়গাটির অবস্থান তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। পড়ে রয়েছে সেই জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের জলন্ত স্মৃতি। গ্রামবাসীরা দাবি করেন এই এলাকা থেকে রাতের অন্ধকারে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। মানুষ তো দূরের কথা ওই এলাকায় গবাদি পশু থেকে শুরু করে অনান্য জীবজ প্রানীও যেতে ভয় করে। বছর ১০ হতে যাওয়া জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের কামরা গুলো এখনো উদ্ধার না হওয়ায় জঙ্গল ও আগাছায় ক্রমশ যেন ঢেকে ফেলতে চাইলেও আজও সেখানে জীবন্ত ইতিহাস হয়ে রয়েছে মৃতপ্রাণগুলি।

Alipur Barta: 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 4, 9 November - 15 November, 2019

ওপরের দিকে ওঠাকে সম্বল করে বাড়ছে বাজার

পার্থসারথি গুহ

ওপরের রেজিস্ট্যান্স অতিক্রম না করা বা নিচের সাপোর্ট না ভাঙা পর্যন্ত হয়তো হালফিলের এই বুল রাজ জারি থাকবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবেন লগ্নিকারীরা।

দিনের শেষে অবশ্য নিফটি ও সেনসেক্সের স্কোরবোর্ড বুঝিয়ে দিল খুব একটা চালিয়ে না খেললেও রান এখন আসতে থাকবে সূচকের ব্যাটে। যার জেরে এই মুহূর্তের রেজিস্ট্যান্সের জায়গাটা কড়া নাড়তে দেখা গেল নিফটিকে। ১১,৮৫০ এর ওপর নিফটি যদি গ্যাঁট হয়ে দাঁড়াতে পারে তবে ১২ হাজারকে তাড়া করতেই পারে নিফটি। তার ওপর যাওয়া হয়তো এখনই সম্ভব নয়। আর ফের ব্যাক গিয়ার মারলেও নিফটির জন্য আপাতত ১১,৪০০ হল সবচেয়ে বড় সাপোর্টের জায়গা।

আজকের বাজারে যাঁরা লগ্নি করতে চাইবেন তাঁদের উচিত এই মুহূর্তের নিরাপদ কিছু সেক্টরে বিনিয়োগ করা। সেদিক থেকে মেটাল বা ধাতু সম্পর্কিত ভালো শেয়ার অতি অবশ্যই বোতলবন্দি

অর্থনীতি

করতে হবে। আর ডিম্যাট ব্যাঙ্কে বেসরকারি আর্থিক সংস্থার শেয়ার নিশ্চিতভাবে শামিল করতে হবে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে লার্জ ক্যাপের ও ব্লু চিপ শেয়ার নিয়ে কি করণীয়। এক্ষেত্রে এটুকু বলা যায় এই সেক্টরে শেয়ার ইতিমধ্যেই অনেকটা বেড়ে আছে সেগুলি না ধরে নিচের দামে পড়ে থাকা মিডক্যাপে নজর দেওয়া জরুরি।

নতুন সপ্তাহে শেয়ার বাজারের চালচলন কি থাকবে তা নিয়ে জল্পনার মাঝে ভারতীয় আর্থিক ফান্ডগুলি ব্যস্ত তাঁদের পোর্টফোলিও নতুন করে সাজিয়ে নিতে। উল্লেখ্য, প্রতি ত্রৈমাসিক পর পর ভারতীয় আর্থিক সংস্থাগুলি তাদের অবস্থানের পুনঃ মূল্যায়ন করে থাকে। বড় ফান্ডগুলির মধ্যে এই মুহূর্তে ভারতীয় সংস্থাগুলি তাদের কেনা জারি রাখবে। পাশাপাশি এই সময় দাঁড়িয়ে বিদেশিরাও কিছুদিন হল চুটিয়ে কেনা শুরু করেছে।

অর্থ বাজারে এর ওর কথায় লগ্নি করা আর অন্ধের মতো রাস্তা পার করা কার্যত এক ব্যাপার। সেই জায়গায় একজন প্রকৃত পুরো পরিস্থিতিটাই পালটে দিতে পারে। ভারতীয় শেয়ার বাজারে এমন শিক্ষক নিশ্চিতভাবে আছেন বেশ কয়েকজন। প্রয়োজন হয় তাঁদের কল নেওয়ার।

বলাবাহুল্য, এঁরা প্রত্যেকেই পেশাদার। মাসে যে অর্থ তাঁদের ক্লায়েন্টদের থেকে নিয়ে থাকেন তার অনেক বেশিই ফিরিয়ে দেন সঠিক সময় উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়ার মাধ্যমে। কখন কোন শেয়ার কিনতে হবে, বিক্রির সময় আসন্ন কি না, দীর্ঘমেয়াদে কোনও শেয়ার ধরে রাখা যাবে কি না, ত্রৈমাসিক ফলাফল আহামরি হল কি না, এমন অনেক গাইডলাইন এই শেয়ার শিক্ষকরা পৌঁছে দেন তাঁদের ছাত্র তথা লগ্নিকারীদের কাছে। আর যারা অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী মার্কা স্বঘোষিত ওস্তাদদের টিপস নিতে যান তাঁদের পরিণত হয় ভয়ঙ্কর।

অর্থ বাজারে এর ওর কথায় লগ্নি করা আর অন্ধের মতো রাস্তা পার করা কার্যত এক ব্যাপার। সেই জায়গায় একজন প্রকৃত গাইড পুরো পরিস্থিতিটাই পালটে দিতে পারে। ভারতীয় শেয়ার বাজারে এমন শিক্ষক নিশ্চিতভাবে আছেন বেশ কয়েকজন। প্রয়োজন হয় তাঁদের কল নেওয়ার। বলাবাহুল্য, এঁরা প্রত্যেকেই পেশাদার। মাসে যে অর্থ তাঁদের ক্লায়েন্টদের থেকে নিয়ে থাকেন তার অনেক বেশিই ফিরিয়ে দেন সঠিক সময় উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়ার মাধ্যমে। কখন কোন শেয়ার কিনতে হবে, বিক্রির সময় আসন্ন কি না, দীর্ঘমেয়াদে কোনও শেয়ার ধরে রাখতে হবে সেটাও জানা দরকার।

ডব্লু বি সি এস প্রিলিমিনারি ৯ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সার্ভিস ও বিভাগে কয়েকশো অফিসার নিয়োগ করা হবে। ডব্লু বি সি এস পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : ২২/২০১৯।

দুই পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ৯ ফেব্রুয়ারি, কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে। দার্জিলিং জেলার তফসিলি উপজাতি প্রার্থী এবং দার্জিলিং সদর, মিরিক ও কার্শিয়াং সাব ডিভিশনের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধুমাত্র দার্জিলিং পরীক্ষাকেন্দ্রেই হবে। কালিম্পং জেলার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে কালিম্পং কেন্দ্রের। তবে মেন পরীক্ষা সব প্রার্থীর ক্ষেত্রেই কলকাতায় হবে। পার্সোন্যালিটি টেস্ট হবে কমিশনের অফিসে।

এই পরীক্ষায় বসার জন্য নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। তাছাড়া বাংলা পড়তে, লিখতে, বলতে জানতে হবে। তবে নেপালি যাঁদের মাতৃভাষা, তাঁদের বাংলা না জানলেও চলবে।

ডব্লু বি সি এস পরীক্ষা চারটি গ্রুপে বিন্যস্ত। গ্রুপগুলি হল 'এ', 'বি', 'সি' এবং 'ডি'। একজন প্রার্থী একটি আবেদনপত্রে চারটি গ্রুপের জন্যই দরখাস্ত করতে পারেন।

বয়স : 'এ' ও 'সি' গ্রুপের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে হতে হবে। জন্মতারিখ হতে হবে ২-১-১৯৮৪ থেকে ১-১-১৯৯৯-এর মধ্যে। 'বি' গ্রুপের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ২০ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে। জন্মতারিখ ২০০০-এর মধ্যে। 'ডি' গ্রুপের প্রার্থীদের বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে। জন্মতারিখ হতে হবে ২-১-১৯৮১ থেকে ১-১-১৯৯৯-এর মধ্যে।

বয়সে পশ্চিমবঙ্গের তালিকাভুক্ত তফসিলিরা ৫ এবং বি সি প্রার্থীরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা অন্তত ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধকা থাকলে এবং ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। অন্যান্য রাজ্যের সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের সাধারণ প্রার্থী হিসাবে গণ্য করা হবে। বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে কেবলমাত্র মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার সার্টিফিকেটকেই গণ্য করা হয়।

কোন গ্রুপে কোন চাকরি

'এ' গ্রুপ : নিয়োগ হয় এই সব সার্ভিসে : ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (এক্সিকিউটিভ), ওয়েস্ট বেঙ্গল রেভিনিউ সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল লেবার সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফুড অ্যান্ড সাপ্লাইজ সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস (এমপ্লয়মেন্ট অফিসার (টেকনিক্যাল) বাদে)।

'বি' গ্রুপ : ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিস।

'সি' গ্রুপ : সুপারিন্টেডেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট কারেকশনাল হোম, ডেপুটি সুপারিন্টেডেন্ট, সেন্ট্রাল কারেকশনাল হোম, জয়েন্ট ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ফেয়ার বিজনেস প্র্যাক্সিসেস, ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব অর্ডিনেট ল্যান্ড রেভেনিউ সার্ভিস (গ্রেড ওয়ান), জয়েন্ট রেজিস্ট্রার (ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কনজিউমার ডিস্পিউটস রিড্রেসাল কমিশন), অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যানাল রেভেনিউ অফিসার (ইরিগেশন), চিফ কন্ট্রোলার অব কারেকশনাল সার্ভিসেস।

'ডি' গ্রুপ : ইনস্পেক্টর অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ, পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট অফিসার আন্ডার দ্য পঞ্চায়েত অ্যান্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার আন্ডার দ্য রিফিউজি রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট।

প্রার্থী বাছাই : ডব্লু বি সি এস পরীক্ষা মোট তিনটি পর্বে হয়। প্রথম পর্বে আছে অবজেক্টিভ টাইপ প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। মনে রাখবেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধুমাত্র একটি স্ক্রিনিং টেস্ট। এতে পাওয়া নম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য গণ্য হবে না। এই পরীক্ষায় সফল হলে লিখিত মেন পরীক্ষায় বসার ছাড়পত্র মেলে। মেন পরীক্ষায় সফল হলে নেওয়া হয় তৃতীয় পর্যায়ের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। মেন এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টে সফলতার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি হয়।

কিছু শর্ত : ডব্লু বি সি এস পরীক্ষায় কতগুলি গ্রুপে আবেদন করতে হলে অতিরিক্ত যোগ্যতার প্রয়োজন : (ক) ওয়েস্ট বেঙ্গ পুলিশ সার্ভিস গ্রুপ 'বি' : আবেদনের নির্দিষ্ট শরীরিক মাপজোক চাই। পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চতা হতে হবে অন্তত ১.৬৫ মিটার, মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্তত ১.৫০ মিটার। গোর্খা প্রার্থীদের উচ্চতায় নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন। (খ) অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যানাল রেভেনিউ অফিসার (গ্রুপ 'সি') : একেবারে প্রান্তিক অঞ্চলে গ্রামেগঞ্জে ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করার মানসিকতা থাকে হবে। (গ) ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সার্ভিস (গ্রুপ 'সি') : অন্ধ, মূক ও বধির প্রতিবন্ধীদের হোমে যেহেতু কাজ করতে হবে, তাই তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উপযুক্ত ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট থাকতে হবে। যদি তা না থাকে তাহলে চাকরি পাওয়ার পর এই প্রশিক্ষণ নিতে হবে। (ঘ) ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ল্যান্ড রেভিনিউ সার্ভিস, গ্রেড ওয়ান (গ্রুপ 'সি') : বাংলায় লিখতে, পড়তে ও বলতে জানতে হবে। নেপালিভাষীদের ক্ষেত্রে এই শর্তে ছাড় আছে। তবে চাকরি পাওয়ার ২ বছরের মধ্যে বাংলায় একটি বিভাগীয় পরীক্ষায় সফল হতে হবে।

গ্রুপ অনুসারে বেতনক্রম : গ্রুপ 'এ' : ১৫,৬০০-৪২,০০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। গ্রুপ 'বি' :

কাজের খবর

১৫,৬০০-৪২,০০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। গ্রুপ 'সি' : ৯০০০-৪০,৫০০ টাকা। পদ অনুসারে গ্রেড পে : ৪,৪০০ – ৪,৮০০ টাকা। গ্রুপ 'ডি' : ৭,১০০-৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৯০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscw-bapplication.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত করার সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো ও কালো কালির সই করা আপলোড করতে হবে।

দরখাস্ত করার আগে প্রার্থীদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে 'ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন' করতে হবে। তবে কোনও প্রার্থী যদি আগে পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস কমিশন আয়োজিত কোনও চাকরির পরীক্ষার দরখাস্তের ক্ষেত্রে 'ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন' করে থাকেন, তাঁকে আর দ্বিতীয়বার এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য নিতে হবে না। আগেকার রেজিস্ট্রেশন আই ডি ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমেই অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ২১০ টাকা। সার্ভিস চার্জ অতিরিক্ত। অনলাইন এবং অফলাইন – দু'রকম ব্যবস্থাতেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইনে ফি দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। অফলাইনে ফি জমা দিতে হবে চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। অফলাইন ব্যবস্থায় ফি জমা দেওয়া যাবে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে ২৫ নভেম্বরের মধ্যে চালান জেনারেট করে থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের কোনও ফি দিতে হবে না।

পরীক্ষার ধরনধারণ

প্রিলিমিনারি পরীক্ষা : প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় একটিই পেপারের ্উত্তর দিতে হবে। থাকবে 'জেনারেল স্টাডিজ' বিষয়ে ২০০টি মাল্টিপল চয়েস অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন। প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (১) ইংলিশ কম্পোজিশন, (২) জেনারেল সায়েন্স, (৩) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি (কারেন্ট ইভেন্টস), (৪) ভারতের ইতিহাস, (৫) ভারতের ভূগোল (এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল গুরুত্ব পাবে), (৬) ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতি, (৭) ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও (৮) সাধারণ মানসিক দক্ষতা। স্নাতক মানের প্রশ্ন আসবে। প্রত্যেক বিষয়ে নম্বর ২৫। মোট নম্বর ২০০। সময় আড়াই ঘন্টা।

মেন পরীক্ষা : মেন পরীক্ষায় থাকবে ৬টি কম্পালসারি পেপার এবং ১টি অপশনাল সাবজেক্ট (শুধুমাত্র গ্রুপ 'এ' এবং গ্রুপ 'বি'-র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে)। অপশনাল সাবজেক্টে থাকবে ২টি পেপার। প্রতিটি কম্পালসারি এবং অপশনাল সাবজেক্টের পেপারের পূর্ণমান ২০০। সময় ৩ ঘন্টা করে।

কম্পালসারি পেপার : ৬টি কম্পালসারি পেপারের মধ্যে পেপার ওয়ান এবং পেপার টু-এর ক্ষেত্রে কনভেনশনাল টাইপ লিখিত পরীক্ষা হবে। এছাড়া অন্য চারটি কম্পালসারি পেপারের ক্ষেত্রে ও এম আর শিটে অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

পেপার ওয়ানে নেওয়া হবে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি ও সাঁওতালির মধ্যে যে কোনও একটি ভাষার পরীক্ষা। থাকে লেটার রাইটিং বা ড্রাফটিং অব রিপোর্ট, প্রেসি রাইটিং, কম্পোজিশন, ইংরেজি থেকে বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালি বা সাঁওতালি ভাষায় ট্রানস্লেশন।

পেপার – টু তে আছে ইংরেজিতে লেটার রাইটিং/ড্রাফটিং অব রিপোর্ট, প্রেসি রাইটিং, কম্পোজিশন, বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালি বা সাঁওতালি থেকে ইংরেজিতে ট্রানস্লেশন।

পেপার – থ্রি-তে আছে জেনারেল স্টাডিজ ওয়ান : (১) ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি উইথ স্পেশ্যাল এমফ্যাসিস অন ন্যাশনাল মুভমেন্ট, (২) জিওগ্রাফি অব ইন্ডিয়া (এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল গুরুত্ব পাবে)।

পেপার ফোর-এ আছে জেনারেল স্টাডিজ – টু : (২) সায়েন্স অ্যান্ড সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট, জেনারেল নলেজ এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স।

পেপার ফাইভে – এ আছে দ্য কনস্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইনক্লুডিং রোল অ্যান্ড ফাংশানস অব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া।

পেপার সিক্স-এ আছে অ্যারিথম্যাটিক এবং রিজনিংয়ের প্রশ্ন।

মনে রাখতে হবে 'এ' ও 'বি' গ্রুপের প্রার্থীরা ৬টি কম্পালসারি পেপার এবং একটি অপশনাল সাবজেক্টের দুটি পেপারের পরীক্ষা দেবেন। 'সি' ও 'ডি' গ্রুপের প্রার্থীরা শুধুমাত্র ৬টি কম্পালসারি পেপারের পরীক্ষা দেবেন।

ভাষার পেপার ছাড়া বাকি সমস্ত কম্পালসারি এবং অপশনাল বিষয়ের উত্তর বাংলা বা ইংরেজিতে লেখা যাবে। সংস্কৃত বিষয়ের উত্তর দেবনাগরী বা বাংলা হরফে লেখা যাবে। সাঁওতালি বিষয়ের উপর লিখতে হবে অলচিকি লিপিতে। তবে একই পেপারে একাধিক ভাষায় উত্তর লেখা যাবে না। মাল্টিপল চয়েস প্রশ্নের ক্ষেত্রে ভুল উত্তরের জন্য নেভেটিভ মার্কিং থাকবে।

পার্সোন্যালিটি টেস্ট : মেন লিখিত পরীক্ষার মেধাতালিকা অনুযায়ী চারটি গ্রুপেরই নির্বাচিত কিছু প্রার্থীকে ডাকা হয় পার্সোন্যালিটি টেস্টে। গ্রুপ 'এ' ও 'বি'-এর ক্ষেত্রে পার্সোন্যালিটি টেস্ট থাকবে ২০০ নম্বর। গ্রুপ 'সি'-এর ক্ষেত্রে ১৫০ নম্বর এবং গ্রুপ 'ডি'-র ক্ষেত্রে ১০০ নম্বর।

কোন গ্রুপে কত নম্বরের পরীক্ষা : গ্রুপ অনুযায়ী মেন লিখিত পরীক্ষার নম্বরের বিন্যাস এরকম : গ্রুপ 'এ' এবং 'বি' – এর জন্য ৬টি কম্পালসারি পেপার ১,২০০ (২০০ × ৬), একটি অপশনাল সাবজেক্টের দু'টি পেপারে ৪০০ (২০০ × ২) এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টে ২০০, অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট ১,৮০০ (১,৬০০+২০০)।

গ্রুপ 'সি'- র জন্য ৬টি কম্পালসারি পেপারে ১,২০০ (২০০ × ৬) এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টে ১৫০, অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট ১,৩৫০ (১,২০০+১৫০)।

গ্রুপ 'ডি'-র জন্য ৬টি কম্পালসারি পেপারে ১,২০০ (২০০ × ৬) এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টে ১০০, অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট ১,৩০০ (১,২০০ + ১০০)।

আগ্রহীরা খুঁটিনাটি তথ্য জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.psc-wvbonline.gov.in পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হেল্প ডেস্ক নম্বর : ৯৮৩৬২ ১৯৯৯৪, ৯৮৩৬২ ৮৯৯৯৪, ৯৬৭৪১ ০৭৫৫৫।

রাজ্যের সরকারি কলেজে লাইব্রেরিয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি : লাইব্রেরিয়ান পদে ২৬ জনকে নেবে রাজ্য সরকার। নিয়োগ হবে বিভিন্ন সরকারি কলেজে। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : A/2019.

মোট শূন্যপদ : ২৬টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি-এ ৩, ও বি সি- বি ২, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : লাইব্রেরি সায়েন্স বা ইনফর্মেশন সায়েন্স বা ডকুমেন্টেশন সায়েন্স বা সমতুল বিষয়ে অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। এর পাশাপাশি নেট বা স্লেট বা সেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। বাংলা এবং ইংরেজিতে লিখতে, পড়তে বা বলতে জানতে হবে (নেপালিভাষীদের ক্ষেত্রে বাংলা জানা বাধ্যতামূলক নয়)।

তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে মোট প্রাপ্ত নম্বরে ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন। যে পি এইচ ডি ডিগ্রিধারীরা ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১-এর আগে মাস্টার ডিগ্রির পরীক্ষা সম্পূর্ণ করেছেন তাঁরা পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে

পাশ করে থাকলেই আবেদন করতে পারবেন। ইউ জি সি (মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড প্রসিডিওর ফর অ্যাওয়ার্ড অব পি এইচ ডি ডিগ্রি) রেগুলেশনস ২০০৯ অনুসারে যাঁরা পি এইচ ডি ডিগ্রি পেয়েছেন এবং ১১ জুলাই ২০০৯-এর আগে যাঁরা পি এইচ ডি-র জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন। তাঁরা নেট বা সেট বা স্লেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে থাকলেও আবেদন করতে পারেন।

বয়স : ১-১-২০১৯ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে স্ক্রিনিং টেস্ট বা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbappication.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত।

ফি বাবদ দিতে হবে ২১০ টাকা। সার্ভিস চার্জ অতিরিক্ত। অনলাইন এবং অফলাইন – দু'রকম ব্যবস্থাতেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইন ফি দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। অফলাইনে ফি জমা দিতে হবে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। অফলাইন ব্যবস্থায় ফি জমা দেওয়া যাবে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে ২৫ নভেম্বরের মধ্যে চালান জেনারেট করে থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কোনও ফি দিতে হবে না।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৯ নভেম্বর – ১৫ নভেম্বর, ২০১৯

মেষ : মানসিক চঞ্চলতা না কমালে লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়া যাবে না। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় ভাল ফল পেতে একটু দেরি হবে। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। জল পথে ভ্রমণে যাবেন না।

বৃষ : স্নেহ প্রীতিকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। দায়িত্ব বহুল কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। সহজে কারোর কাছে মাথা নত করবেন না। আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। শরীরের প্রতি যত্ন নিন। কমে সাফল্য আসবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। বন্ধুরা শত্রুতা করবে।

মিথুন : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে বিবাদ ঘটতে পারে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হলেও হতে ক্ষতি হবে না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার স্বাস্থ্য চিন্তিত থাকবেন। বন্ধুরা ক্ষতি করতে পারে।

কর্কট : মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সন্তানের উন্নতিতে মানসিক শান্তি পাবেন। সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। আয় ভালই হবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে।

সিংহ : চুপ করে বসে না তেকে সাহস করে এগিয়ে চলুন, অবশ্যই সাফল্য পাবেন। মনের কথা কাউকে না বলাই ভালো। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা আসবে যে কোন শুভকাজে বাধা আসবে। পড়াশুনাতেও বাধা আসবে। সাবধানে চলতে হবে।

কন্যা : অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজের মতানুসারে চলুন। অন্যের সাথে দ্বন্দ্ব করেও আপনার কাজ উদ্ধার করতে পারবেন না। মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অগ্রসর হতে পারবেন। ভ্রমণ যোগ থাকলেও বাধা আসবে। নূতন ব্যবসায় হাত দেবেন না।

তুলা : দায়িত্ব মূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। অতিরিক্ত খরচের জন্য মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। লেখাপড়ায় একটু চেষ্টা করলেই ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মস্থলে শত্রুরা চেষ্টা করেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

বৃশ্চিক : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সদ্‌গুরুলাভ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার উন্মেষ ঘটবে। খুব সাবধানে থাকতে হবে। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় খুব কষ্ট করে সাফল্য আনতে হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য।

ধনু : মনের চিন্তাধারাগুলি অন্যের কাছে সহজে প্রকাশ করবেন না। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অনেক কসরৎ করে অর্থ রোজগার করতে হবে। লেখাপড়ায় মান ভাল হবে। সন্তান বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

মকর : আর্থিক বিষয়ে আগের তুলনায় ভাল ফল পাবেন। মনের শক্তি বাড়বে। ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা শুভ। পড়াশুনায় ভাল ফল পাবেন। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন।

কুম্ভ : অন্যের কথা শুনে চললে অগ্রসরের পথে বাধা আসবে, আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। দৈব-দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ বিদ্যমান। দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে চলতে হবে।

মীন : মানসিকতার দিক দিয়ে নিজেকে দুর্বল করে ফেলবেন না। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। নূতন কর্মলাভ বা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

শব্দবার্তা ১৫৩

১	২	■	৩	৪		৫	■
■		■	■		■		■
■	৬		৭		■	৮	৯
১০		■		■	■	■	
	■	■	■	১১	■	১২	
১৩	১৪	■	১৫				■
■		■		■	■		■
■	১৬				■	১৭	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। যমুনা নদী ৩। অনাবৃষ্টি, নিন্দা, তিরস্কার ৬। জুতো ৮। মৃতদেহ, লাশ ১০। জন্মভূমি, নিজের গ্রাম ১২। স্মরণকারী ১৩। আন্দাজ, অনুমান ১৫ ভারতের এক উপকূল ১৬। বৃক্ষশ্রেষ্ঠ, বট অশ্বত্থ প্রভৃতি বড় গাছ ১৭। বধির।

উপর-নীচ

২। স্নেহের বন্ধন ৪। 'কি দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার — মালা' ৫। উপায়, পথ ৭। ভয়, শঙ্কা ৯। মুসলমানদের এক নামকরা পির ১১। নির্মিত, চয়িত ১২। স্মৃতি রক্ষা করে এমন ১৪। পায়রা ১৫। মানুষ, নর

সমাধান : শব্দবার্তা ১৫২

পাশাপাশি : ১। অশন ৩। কর্ণে জপ ৪ শশক ৫। কর্জ ৬। নব ৮। লিখিত ৯। রসুই ১১। লব ১৩। নাগা ১৪। নজির ১৬। ভেদজ্ঞান ১৭। রসান।
উপর-নীচ : ১। অভিজন ২। নরেশ ৩। কথাকলি ৫। কতল ৭। বরগা ১০। ইনসান ১২। বলীয়ান ১৫। রথের।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের
জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডে অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিছু অ্যাসিস্ট্যান্ট ১ নেমে ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড। পাঁচ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ হবে শিলিগুড়ির ইস্টার্ন রিজিওনাল ডেমনস্ট্রেশন অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। বি কম পাশ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং অ্যাকাউন্টস সংক্রান্ত কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর পাশাপাশি ইংরেজি, হিন্দি ও বাংলায় সাবলীল হতে হবে। এম এস অফিস (ওয়ার্ড, এক্সেল ও পাওয়ারপয়েন্ট) এবং ই আর পি সিস্টেমের জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স : ৩১-১০-২০১৯ তারিখে ২৬ বছরের মধ্যে হতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://www.nddb.coop দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ নভেম্বর। বিশদ তথ্যের জন্য আগ্রহীরা দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

আতস কাঁচে

মথুরাপুরে নাবালক ছাত্র খুনের অভিযোগে আটক ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার দুপুরে এক নাবালক ছাত্রের খুনের অভিযোগে পুলিশ আটক করলো ৪ জনকে।আটকদের নাম অম্বুনাথ নাইয়া, দেবা হালদার,সুমন হালদার,সত্যজিত জাটুয়া। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর থানার বড় তিল্লান গ্রামে। উল্লেখ্য, মথুরাপুরের বড় তিল্লান গ্রামের বাসিন্দা সন্তোষ হালদার সীতানাথ হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। গত ২৭ অক্টোবর নাবালক ছাত্র সন্তোষ হালদার প্রতিবেশী ৪ জন বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় ভলিবল খেলার নাম করে। পরের দিন ২৮ অক্টোবর সকালে বাড়ি থেকে একটু দূরে একটি পোড়ো বাড়িতে নাবালক ছাত্র সন্তোষ হালদারের দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজন। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। স্থানীয় সূত্রে জানা একাদশ শ্রেণীর ছাত্র সন্তোষ হালদারকে তার ৪ জন বন্ধুরা ভলিবল খেলার জন্য ডেকে নিয়ে যায় কালীপুজোর দিন।সেদিন ছাত্র সন্তোষ হালদার বাড়িতে না ফেরায় বাড়ির সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করে।পরের দিন সকালে একটি পোড়ো বাড়িতে ছাত্র সন্তোষ হালদারের মৃত দেহ হাত–পা বাঁধা,গায়ে কাদা মাটি মাখা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজন। তারা সঙ্গে সঙ্গে থানায় দেয়।পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে। এ বিষয়ে মৃতের পরিবারের সদস্যরা গত ৩০ অক্টোবর থানায় খুনের একটি অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ অভিযোগ পেয়েই মৃত ছাত্রের ৪ জন বন্ধুকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।এদিকে কিভাবে এমন ধরনের ঘটনা ঘটলো এবং কোনও ত্রিকোণ প্রেম ঘটিত বিষয় জড়িয়ে আছে কিনা সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ জানান এক ছাত্র খুনের অভিযোগে মৃত ছাত্রের ৪ জন বন্ধুকে আটক করা হয়েছে।আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।এ বিষয়ে পূর্ণ তদন্ত চলছে এবং খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে।

মোবাইল চোর ধরতে চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ ইন্সপেক্টরের

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক মহিলা মোবাইল ছিনতাইবাজ কে হাতেনাতে ধরতে চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিলেন ডিআইও র এক এসআই। ঝাঁপ দিয়ে মহিলা ছিনতাইবাজ কে পাকড়াও করলেও তাঁর মোবাইল তিনি উদ্ধার করতে পারেন নি। মহিলা চোর কে ধরে নিয়ে তিনি রেল পুলিশের হাতে তুলে দেন। রেলপুলিশ ছিনতাইবাজ মহিলা জ্যোৎস্না কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে তদন্ত শুরু করেছেন।এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং ষ্টেশনে।

জানা গেছে এদিন সন্ধ্যায় ঘুঁটিয়ারি শরিফ ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একটি রাজনৈতিক দলের মিটিং সেরে ক্যানিং যাওয়ার জন্য সন্ধ্যা ছটা নাগাদ ডাউন ক্যানিং লোকালে উঠেন ডিআইও এস আই লক্ষণ গায়েন। ক্যানিং ষ্টেশনে ট্রেন দাঁড়ানোর আগেই মহিলা ছিনতাই বাজ লক্ষণ বাবুর পকেট থেকে ফোনটি তুলে নিয়ে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে মুহূর্তে লক্ষণ বাবুও ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে নীচে পড়ে মহিলা ছিনতাইবাজ জ্যোৎস্না কে ধরে ফেলেন।

ডিআইও র এসআই লক্ষণ নাইয়া বলেন, ঘুঁটিয়ারী শরীফ ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একটি রাজনৈতিক মিটিংয়ের তথ্য সংগ্রহ করে ট্রেনে করে ক্যানিং ফেরার সময় মোবাইলটি ছিনতাই হলে ছিনতাইবাজ কে ধরে ফেলি এবং ক্যানিং রেল পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি।

ডাকাতির আগে গ্রেফতার ৫ ডাকাত

অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার: নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায় খেয়াদহ হাই স্কুলের সামনে সোমবার রাত ১–৩০টায় সোর্সের মাধ্যমে থানায় খবর আসে কিছু দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছে ডাকাতি করার উদ্দ্যশে। থানায় ফোন পাওয়া মাত্রই নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পুলিশের সন্দেহ হয়। তাদেরকে আটক করে। এদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় কারতুজ সহ ওয়ান শটার, ভোজালি,লোহার রড, ছুড়ি, চপার । মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে । বাকীরা পালিয়া যায়। গ্রেপ্তার হয় ইয়াসিন গাজী,সঙজল গায়েন অশোক মূখার্জ্জী, রামু নেত্রবান, খোকন নাইয়া। এদের মধ্যে ইয়াসীন গাজী সব চেয়ে বড় ক্রিমিনাল। সোনারপুর থানায় বহু বার ধরা পড়েছে। থানায় খাতায় ক্রিমিনাল

দের সাথে নাম রয়েছে। এরা আশেপাশে থেকে ডাকাতি করতে এসেছিলো। সোনারপুর থানা ভাগ হয়ে যাবার পর বিশাল বড় অংশ নিয়ে তৈরি হোল নরেন্দ্রপুর থানা। সিঙ্গুর থেকে বদলি হয়ে আসেন আই, সি সুখময় চক্রবর্তী। এরপর থেকে বড় বড় কেস গুলি বেশির ভাগ নরেন্দ্রপুর থানার হাতে আসে। ক্রাইম এলাকাগুলোয় খুন ও ধর্ষণ কেস যে সব এলাকায় প্রচন্ড ভাবে বেড়ে উঠেছে সবটাই নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায়। প্রত্যেকটি ঘটনার আসামীদের ধড়পাকড় চলছে। খেয়াদহে কিছুদিন আগে একটি গরিব ঘরের বাচ্ছা মেয়েকে চকলেট দেবার প্রলোভন দেখিয়ে তাকে একজন ধর্ষণ করে একটি বাগান বাড়িতে। এরপর মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছিলো। সেখানে প্রতিদিন তল্লাশি হয়েছে, ড্রোন উড়িয়ে খোঁজা হয়েছে। পুলিশ কুকুর গিয়ে তল্লাশি চলিয়েছে নরেন্দ্রপুর থানা। অবশেষে গ্রেপ্তার হয়ে সাজা হোল। খেয়াদহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দুটি পুলিশ ক্যাম্প অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছে থানা। এই সব এলাকা থেকে বহু দূর থানা। এতো গাড়িও থানায় নেই বললেই চলে। মানুষের অভিমত নরেন্দ্রপুর থানার বড়বাবু মিষ্টভাষী অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহার করেন মানুষের সঙ্গে, কিন্তু দোষ করলে কাউকে রেহাই দেন না। এমনকি কোনো নেতাদের নিজেদের লোক হলেও শাস্তি দিতে পিছপা হন না। গভীর রাত পর্যন্ত থানার চেম্বারে বসে সমস্ত দিকের খবরাখবর নেয়। নরেন্দ্রপুরের মানুষ এখন নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করছে বলে এলাকার মানুষের অভিমত।

নদীর চর থেকে উদ্ধার স্বাধীনতা সংগ্রামীর মূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলি নদীর চর থেকে উদ্ধার স্বাধীনতা সংগ্রামীর পাথরের মূর্তি। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে। গতকাল সকালে প্রাতঃভ্রমণকারীরা নদীর চরে কাদার মধ্যে একটি মূর্তি দেখতে পেয়ে খবর দেন ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসক সুকান্ত সাহাকে। ঘটনার খবর পেয়ে মহকুমা শাসকের তৎপরতায় এনডিআরএফ এর কর্মীদের সাহায্যে

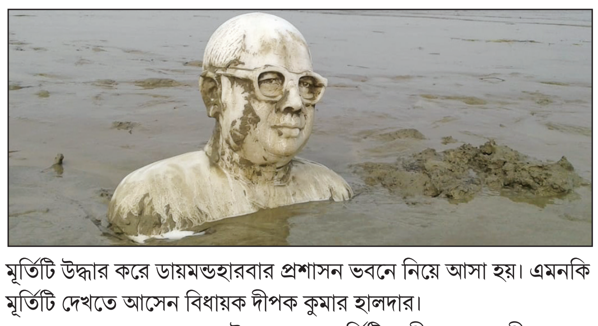

মূর্তিটি উদ্ধার করে ডায়মন্ডহারবার প্রশাসন ভবনে নিয়ে আসা হয়। এমনকি মূর্তিটি দেখতে আসেন বিধায়ক দীপক কুমার হালদার।

মহকুমা শাসক জানান, উদ্ধার হওয়া মূর্তিটি স্বাধীনতা সংগ্রামী চারুচন্দ্র ভান্ডারীর। তবে কিভাবে মূর্তি নদীর জলে এলো তা এখনো স্পষ্ট নয়, এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি মূর্তিটি বেশি পুরনো না হওয়ায় সেটিকে মিউজিয়ামে না দিয়ে পুনরায় শহরের মধ্যে প্রতিস্থাপনের কথা জানানো হয় প্রশাসনিক তরফে।

অ্যাম্বুলেন্স চালকের কুকীর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাতসকালে পথচারী চারজন মহিলাকে ধাক্কা মেরে অ্যাম্বুলেন্সে থাকা অন্তঃস্বত্বা মহিলাকে রাস্তায় ফেলে চম্পট দিল অ্যাম্বুলেন্স সহ চালক। অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছেন চারজন মহিলা সহ মোট ৫ জন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ভোরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার মাতলা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের থুমকাঠির খাসকুমড়োখালি এলাকায়।গুরুতর জখম মায়া নাইয়া, অঞ্জলী সরদার, পান্তি সরদার,উষা নস্কর’রা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অন্যান্য দিনের মতো এদিন ভোরে কলকাতায় পরিচারিকার কাজ করার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন চার মহিলা।এদিন ভোর নাগাদ কলকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রেন ধরার জন্য থুমকাঠির খাসকুমড়ো খালি গ্রাম থেকে বেরিয়ে কোনও যানবাহন না পেয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্যানিং ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে।অন্যদিকে সেই সময় জীবনতলা থানার গঙ্গাজড়ি গ্রাম থেকে এক অন্তঃস্বত্বা মহিলাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই চার মহিলাকে পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা মারলে গুরুতর জখম হন চার মহিলা সহ অ্যাম্বুলেন্সে থাকা অন্তঃস্বত্বা মহিলা শ্যামলী সরদার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাসন্তী থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী থানার কাঁঠাল বে।য়ি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার একটি বা।িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রচুর

আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজাবোমা উদ্ধার করলো বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশান গ্রুপ ও বাসন্তী থানার পুলিশ। ৪ টিআগ্নেয়াস্ত্র,১৬ রাউন্ড গুলি,১৭ টি তাজা বোমা সহ বাকীবুল্লা সরদার নামে একজন কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার গভীর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী থানার কাঁঠাল বে।য়ি গ্রামপঞ্চায়েতের খে।য়ির সরদার পা।। এলাকায়। বেশ কিছুদিন ধরেই বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশান গ্রুপের পুলিশকর্মীদের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে বাসন্তী থানার খে।য়ি গ্রামের সরদার পা।ায় বেআইনি অস্ত্র মজুত করা হচ্ছে। সেই খবর পেয়ে বুধবার গভীর রাতে সরদার পা।ার বাকীবুল্লার বা।িতে পুলিশ অভিযান চালায়।উদ্ধার করে বেআইনি অস্ত্র এবং তাজা বোমা।এলাকায় উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ভাণ্ডারের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছিল এই বাকীবুল্লা। ধৃত বাকীবুল্লা কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই এলাকার আরও কে বা কারা এই বেআইনি অস্ত্র কেনাবেচার সাথে জ।তি সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মথুরাপুর থেকে বনদফতর হাতে পেল ৫ ফুট গোখরো

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ প্রায় পাঁচফুল লম্বা একটি বিষধর গোখরো কেউটে সাপ ধরে বনদফতরের হাতে তুলে দিলেন এক মৎস্যজীবী। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর থানার কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামের নিয়োগীপাড়া এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে নিয়োগীপাড়ার বাসিন্দা উজ্জ্বল নাটুয়া মঙ্গলবার রাতে মাঠে জাল ও একটি আটল(ঘুঁনি)পেতেছিলেন মাছ ধরার জন্য। বুধবার সকালে মাঠে গিয়েছিলেন মাছের আশায়,আটল তুলতে গেলে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় ওই মস্যজীবীর। আটলের মধ্যে একটি বিষধর গোখরো কেউটে সাপ ফোঁস ফোঁস শব্দ করে গর্জন করতে থাকে।উজ্জ্বল বাবু খুব সাবধানে ধানক্ষেতের মাঠ থেকে আটলটি তুলে নিয়ে পাড়ার মধ্যে হাজির হলে শয়ে শয়ে গ্রামের মানুষজন সাপ দেখার জন্য ভীড় জমাতে থাকেন।গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সাপটিকে মেরে ফেলতেও নির্দেশ দেন।এরই মধ্যে উজ্জ্বল বাবু বিপদ বুঝে তড়িঘড়ি

স্থানীয় মথুরাপুর কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি কে জানালে,পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য চন্দন বাবু সাপটিকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিয়ে বনদফতর কে খবর দেন।মুহূর্তে বনদফতরের লোকজন ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বিষধর সাপটিকে।বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র পুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি ও মৎস্যজীবী উজ্জ্বল নাটুয়া যে ভাবে নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তা এক অনন্য দৃষ্টান্ত। আগামীদিনে সাধারণ গ্রাম্য মানুষজনও এই ভাবে সচেতনার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসবে বলে আশাবাদী বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক মানিক চন্দ্র মন্ডল।

উত্তরের আঙিনায়

জাল নোট সহ গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: এক লক্ষ টাকার জাল নোট সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল ডিপার্টমেন্ট অফ রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স এর আধিকারিকেরা। ধৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ বৈতুল্লাহ। ধৃতের বাড়ি কিষানগঞ্জের সুরিভিটা সাবোডাঙ্গি এলাকায়। ডিপার্টমেন্ট অফ রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স সূত্রের খবর, মহম্মদ বৈতুল্লাহ মালদার কালিয়াচক থেকে টাকা বিহারে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ি মহাকুমার বিধাননগরের কাছে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি বাসে তল্লাশি চালিয়ে মহম্মদ বৈতুল্লাহ এর কাছ থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার করে ডিআরআই এর আধিকারিকেরা। উদ্ধার হওয়া নোটগুলি ২০০০ টাকার। বিহারের এক ব্যক্তিকে টাকা গুলি দেওয়ার কথা স্বীকার নেয় মহম্মদ বৈতুল্লাহ। কাস্টম অ্যাক্ট অনুযায়ী ধৃতকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতার ৪ জুয়াড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশের অভিযান,গ্রেপ্তার চার। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বিনয় মোড় এলাকায় শনিবার রাতে বসেছিল একটি জুয়ার আসর। পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে সেই খবর আসা মাত্রই অভিযান চালায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ বাহিনী। পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হয় চারজন। ধৃতদের নাম সুব্রত রায়, গোবিন্দ ঘোষ, জিতু সাহা ও শংকর দে। ধৃতদের রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মহাকাল পল্লী তে খুন। স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন। স্বামীর নাম স্বপন সাহা, পেশায় গ্রিল মিস্ত্রি। স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজের ঘরেই কুপিয়ে মারে বলে অভিযোগ। পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানতে পেরেছে শনিবার সন্ধ্যা থেকেই স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে গন্ডগোল হচ্ছিল। স্বপন সাহার আগের স্ত্রীকেও গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে খুন করা হয়েছিল বলে প্রতিবেশীদের অভিযোগ। স্ত্রীকে খুনের পর স্বপন সাহা পুলিশের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত স্বপন সাহা বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।দেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

গৃহবধূর রহস্য মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: গৃহবধূর মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এনজেপিতে, দিন কয়েক আগে প্রতিবেশী সীমা সেসোধিয়ার সাথে বচসা হয় রিচা কুমারীর। অভিযোগ, বুধবার সকালে সীমা স্বপরিবারে চড়াও হন রিচার ওপর। বাড়িতে রিচার স্বামী না থাকায়, রিচাকে অকথ্য গালিগালাজ ও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

তা সহ্য করতে না পেরেই রিচা কুমারী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে অভিযোগ স্থানীয় প্রতিবেশীদের। ইতিমধ্যেই এবিষয়ে এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন রিচার স্বামী নীরজ কুমার। চার বছরের মেয়ে, তিন বছরের ছেলে রয়েছে রিচা ও নীরজের। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে ঘটনাটি আত্মহত্যা না খুন।

বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় চাপা উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা: রাজনৈতিক উত্তেজনা থামছে না ভেটাগুড়িতে। গতকালের পর আজ আবার বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় দিনহাটা ১ নং ব্লকের ভেটাগুড়ি এলাকায় চাপা উত্তেজনা শুরু হয়েছে। শুক্রবার রাতে এক বিজেপি কর্মীকে মারধোরের পর এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাড়ি ও দোকান ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। শনিবার ফের বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বেশ কয়েকটি বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় দিনহাটা ১ নং ব্লকের ভেটাগুড়ি এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালো । এই ঘটনার অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। যদিও তৃণমূলের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। ওই ঘটনা ঘটার অনেক পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বলে

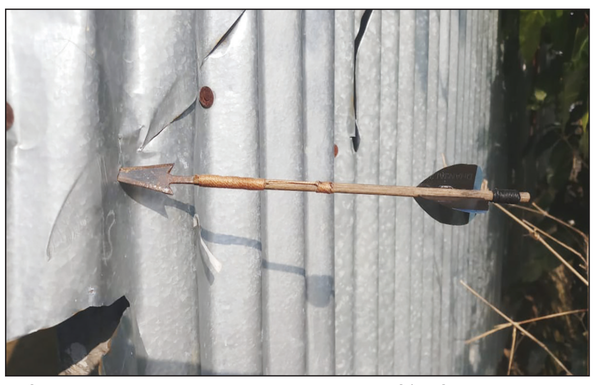

এ নিয়েও এলাকার লোকজনের চাপা ক্ষোভ শুরু হয়েছে।

বিজেপি কর্মী তারাকান্ত বর্মন বলেন, শনিবার রাতে তৃণমূলের দুস্কৃতীরা এলাকায় বোমাবাজি ছাড়াও বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। তিনি বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলেই আমাদের বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাড়ি ঘর ভাঙচুরের পাশাপাশি লুটতরাজ চালাচ্ছে তৃণমূলের দুস্কৃতীরা। এদিন রাতে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভাঙচুরের মধ্যে রুইয়ের কুঠি কামদেবের পাট তামালতলা মানবেন্দ্র অধিকারী ও খারিজা বালাডঙ্গা এলাকার প্রিয়নাথ বর্মনের বাড়ি ছাড়াও আমার বাড়িতেও বোমাবাজি ও ভাঙচুরের ঘটনা ছাড়াও প্রতিটি বাড়িতেই লুটতরাজ করেছে। বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুর সোনা দানা টাকা পয়সা সব কিছুই নিয়ে গিয়েছে। রাত হলেই এখন প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়। পুলিশকে জানিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না বলে তিনি জানান।

এবিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস দলের দিনহাটা ১ নং ব্লক কনভেনার বিশ্বনাথ দে আমিন অস্বীকার করে বলেন , আমাদের দলের কোনো কর্মী সর্মথক এধরনের কাজ করতে পারে না। বিজেপির ওসব দলীয় কোন্দল ওড়া নিজেরাই নিজেদের দলের বাড়ি ঘর ভাঙচুর করে তৃণমূলের দিকে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে।

বাঁশের সাঁকো ভেঙে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : কোচবিহার শহরের তোর্ষা নদীর ফাঁসিরঘাটে পুরসভার পক্ষ থেকে ছট পূজা উপলক্ষে তৈরি করা অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো ভেঙে পড়ার ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করল কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। এই বাঁশের সাঁকো তৈরির বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার তারা। এরা দুজনেই কোচবিহার শহরে শাসকদলের পরিচিত নেতা। এদের একজনের নাম তরুণ রায়। তিনি কোচবিহার শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব হিসেবে পরিচিত। অপর জনের নাম শুভ্রাংশু সাহা ওরফে বাপ্পা, যিনি শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল দলকে নেতৃত্ব দেন। এরা দুজনেই কোচবিহার–এর পুর প্রধান ভূষণ সিংয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। এই বাঁশের সাঁকো নির্মাণ নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে।

ছট পূজায় আগত পুণ্যার্থীদের বয়ানের ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্তে এই দুই ঠিকাদারের নাম উঠে আসে। এরপর তাদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। নিম্নমানের কাজের অভিযোগ এনে শনিবার রাতেই তাদের গ্রেপ্তার করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার সন্তোষ নিম্বালকর জানান, এই ঘটনায় যারা জড়িত

তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শনিবার বিকেলে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে কোচবিহার শহরের তোর্সা নদীর ফাঁসির ঘাট এলাকার অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো। ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হতে হয় ছট পূজার পুণ্যার্থীদের। শনিবার বিকালে ছিল ছটের ঘাট। এই বিকেলে অস্তমিত সূর্যকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পুণ্যার্থীরা যখন ছটের ডালি মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় কোচবিহার ফাঁসিরঘাট এলাকায় অস্থায়ী ভাবে নির্মিত বাঁশের সাঁকোতে হঠা করে বহু মানুষ ওঠাতেই ভেঙে পরে সাঁকোটি। অতর্কিত এই দুর্ঘটনায় প্রায় ৬০জনের মতো মানুষ তোর্সা নদীতে পড়ে যান।

তাদের মধ্যে কয়েকজন শিশু এবং মহিলা ছিল বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের স্বেচ্ছাসেবকরা থাকায় কোন প্রাণহানি না ঘটলেও সীমাহীনআতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট এলাকা জুড়ে। প্রতিবছর ছট পূজা উপলক্ষে কোচবিহার পুরসভার উদ্যোগে অস্থায়ীভাবে নির্মাণ করে দেওয়া হয় বাঁশের সাঁকো। কিন্তু পুর কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলায় এবং পুরসভা কর্তৃক বরাদ্দপ্রাপ্ত ঠিকাদারের অযোগ্যতার ফলেই ভেঙে পড়েছে এই সেতু বলে অভিযোগ তোলেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এই ঘটনায় কোচবিহার পুর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভের সঞ্চার হয় ছট পূজার পুণ্যার্থীদের মধ্যে।

শিশু মৃত্যুর ঘটনায় ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মাথাভাঙা : শিশু মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার হয়ে উঠল মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতাল চত্বর। জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে মাথাভাঙা থানার অন্তর্গত ভোগ রামগুড়ি এলাকার বাসিন্দা সুফিয়া খাতুন নামে এক মহিলা প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এরপর রবিবার সকাল বেলায় তিনি এক মৃত সন্তানের জন্ম দেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই রোগীর আত্মীয় পরিজনরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা ভাঙচুর চালান মাথাভাঙা হাসপাতালে। শুধু তাই নয় হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষীদেরকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এদিন এই ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত হন নিরাপত্তারক্ষী গণেশ সরকার, জাহাঙ্গীর আলম, প্রভাস শীল। বর্তমানে তাঁরা আহত অবস্থায় ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় প্রভাস শীলের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে পরে তাঁকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছায় মাথাভাঙা থানার পুলিশ। পরে তাঁরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

মহকুমা হাসপাতালে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন নিরাপত্তারক্ষীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি পালন করবে বলে হুঁশিয়ারি দেন। তাদের দাবি, যতক্ষণ পর্যন্ত দোষীদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না করা ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। যদিও এই ঘটনায় বনফুল বিবি নামে একজনকে আটক করেছে মাথাভাঙা থানার পুলিশ। একের পর এক মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে এই ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না চিকিৎসক থেকে হাসপাতালে সমস্ত কর্মচারীরা। এবিষয়ে হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সুপার ডক্টর অর্ণব চ্যাটার্জী বলেন, ঘটনা খুবই দুঃখজনক, এই ঘটনায় দোষীদের শাস্তির জন্য থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে তিনি জানান। এদিন তিনি দাবি করেন, অবিলম্বে এই মহকুমা হাসপাতালে স্থায়ী পুলিশি নিরাপত্তা বসানো হোক।এদিন এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে ওই হাসপাতাল চত্বরে।

প্রায় ২ কোটি টাকার হেরোইন সহ গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: প্রায় ২ কোটি টাকার হেরোইন সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশেষ অভিযান চালায় এই সাফল্য মিলেছে। এদিন নিউ কোচবিহারের বাইশগুড়ি এলাকা থেকে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা গেছে, হাওড়ামুখী সরাইঘাট এক্সপ্রেসে গুয়াহাটি থেকে নিউ কোচবিহারের উদ্দেশ্যে আসেন। খবর পাওয়ার পরই পরই এদিন স্টেশন চত্বরেই ওৎ পেতে বসেছিল পুলিশ। পুলিশকে দেখেই ওই যুবক পালানোর চেষ্টা করে। এরপর তার পিছু ধাওয়া করে ওই যুবককে বাইশগুড়ি এলাকা থেকে আটক করে। পুলিশের চ্যালেঞ্জের মুখে সব কিছু স্বীকার করে নেয় ওই যুবক।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ওই যুবকের নাম মহম্মদ জিসান। তাঁর বাড়ি কলকাতার রাজাবাজার এলাকায়। যদিও তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া আধার কার্ড থেকে তথ্য মেলে যে ওই যুবকের বাড়ি হাওড়া জেলার ডোমজুড়ের বখরা গ্রামে। ধৃত ওই যুবকের কাছ থেকে একটি কালো রঙের পিঠ ব্যাগ থেকে ২ টি প্লাস্টিকের প্যাকেটে মোড়ানো একটি জারে ওই হেরোইন উদ্ধার হয়।ধৃত ওই যুবকের ব্যাগ থেকে ৮.২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেন পুলিশ ।কিন্তু ধৃত ওই যুবক কি কারণে হেরোইনগুলি নিয়ে আসছিল নাকি এর পিছনে অন্য কোনও চক্র কাজ করছে তাঁর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এবিষয়ে কোচবিহার জেলার পুলিশ সুপার সন্তোষ নিম্বালকর বলেন, ঘটনায় এক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আজ কোচবিহার জেলা আদালতে তোলা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ৯ নভেম্বর – ১৫ নভেম্বর, ২০১৯

উপেক্ষিত দেশবন্ধু

দেশবাসী যাঁদের নিয়ে চিরকালীন গর্ব করতে পারে এমন হাতে গোনা নক্ষত্রদের আলোতে দেশবাসী চলার পাথেয় খুঁজে পায়। যেমন চিরকালের অনুপ্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দ, রবি ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, নিবেদিতা প্রমুখ। এঁনাদের জন্ম ১৫০ বছর সম্প্রতি মহা ধূমধামে অতীত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের ২০০ বছর পূর্তি উৎসব এখনও চলছে। রাষ্ট্রীয় নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় গত ৫ নভেম্বর চিত্তরঞ্জন দাস, কলকাতার প্রথম মেয়র যাঁকে দেশবাসী ভালোবেসে নাম দিয়েছিলেন দেশবন্ধু তিনি ১৫০–এ পদার্পণ করলেও তাঁকে নিয়ে পশ্চিমবাংলায় কিংবা জাতীয় স্তরে উল্লেখযোগ্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর সমাধি মন্দিরে প্রথা মাফিক ফুল মালা অর্পণ করা হলেও স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় দেশবন্ধুর সার্ধ শতবর্ষ নিয়ে সামান্যতম উদ্যোগ চোখে পড়ছে না।

ভবানীপুরের বিখ্যাত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস দেশের জন্য সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন। সপরিবারে অসহযোগ আন্দোলনে গ্রেফতার হয়েছিলেন। দেশবন্ধুর স্বরাজ সাধনা প্রায় প্রবাদ তুল্য। নিজের বসত বাড়িটুকুও পর্যন্ত দেশবাসীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে ভাড়া বাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতে ঝড় তুলেছিলেন। তাঁর হিন্দু মুসলিম ঐক্যের রাজনৈতিক সূত্র যা বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত ছিল তা বাংলার রাজনৈতিক ভাবাদর্শের আলোয় আলোকিত ছিল। কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক হিসাবে সে সময় দেশবন্ধু বহু বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শ ও স্বদেশী আন্দোলনকে আরও গতিময় করে তুলতে, ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে বাংলার কথা ও ফরোয়ার্ড পত্রিকার সূচনা করেছিলেন। শুধু তাই নয় কলকাতার অনাথ ও দরিদ্র মানুষদের জন্য অজস্র বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গ্রন্থাগার ও অনাথ আশ্রম। সেই দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রম দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের হাতে গড়া আজও বিদ্যমান।

দেশবন্ধু শুধু দেশব্রতীই ছিলেন না সাহিত্য সংস্কৃতিতে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রচুর দিয়ে গেছেন তিনি। নারায়ণ পত্রিকার সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাস সৃষ্টি করেছিলেন বহু সঙ্গীত ও গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষকে এবং আলিপুর বোমার মামলায় জড়িত বিপ্লবীদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন তিনি। দেশবন্ধুর অবদান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে তৎকালীন জাতীয় নেতারা একবাক্যের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বহুমুখী প্রতিভা ও দেশাত্মবোধকে তাঁর সার্ধশতবর্ষে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন না করা একটি জাতীয় লজ্জা। দেশবন্ধুর আধ্যাত্মিক ভাবনা চিন্তা পরবর্তী কালে বহু মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল।

গান্ধিজীর সঙ্গে দার্জিলিংয়ে শেষ দেখা হয়েছিল অসুস্থ দেশবন্ধুর। ১৯২৬ সালে ১৬ জুন রহস্যময় ভাবে মহাপ্রয়াণ ঘটে দেশবন্ধুর। যা আজও সঠিকভাবে উন্মোচিত হয়নি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে বর্তমান রাজনীতিকরা ভুলে থাকতে পারেন, কোনও টুইট তাঁর জন্য বরাদ্দ হয় না, কোনও শোভাযাত্রাও তাঁর জন্য নেই এ আমাদের বাংলার লজ্জা, দেশের লজ্জা।

অমৃত কথা

কর্মযোগ
কর্মই উপাসনা

তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না। বাতাস বহিতে পারে না।আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা তাঁহার ঈপ্সিত কর্মকরিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য নয়।সাহায্য এই শব্দটি তোমরা মন হইতে মুছিয়া ফেল। সাহায্য তুমি করিতে পার না।এরূপ বলা ঈশ্বরের নিন্দা করা। তাঁহার কৃপাতেই তোমার অস্তিত্ব–তুমি কি

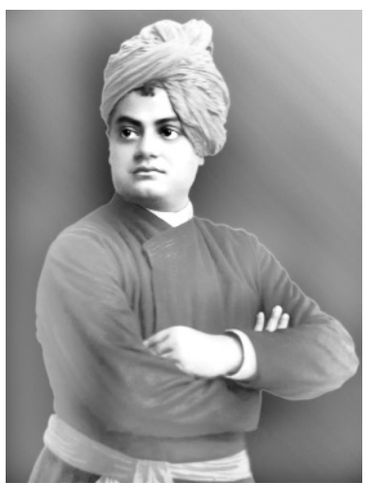

মনে কর,তুমি তাঁহাকে সাহায্য করিতেছ? তুমি তাঁহার উপাসনা করিতেছ। যখন কুকুরকে এক টুকরা খাবার দাও,তখন ওই কুকুরকে ঈশ্বররূপেই পূজা করিতেছ। ওইকুকুরের মধ্যেই ঈশ্বর রহিয়াছেন।তিনি কুকুররূপে প্রকাশি। তিনিই সব এবং সকলের মধ্যে তিনি। আমরা তাঁহাকে পূজা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি মাত্র।সমগ্র বিশ্বকে এই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ,তবেই পূর্ণ অনাসক্তি আসিবে।ইহাই তোমার কর্তব্য হইক। ইহাই কর্মের যথার্থ মনোভাব। কর্মযোগ এই রহস্যই আমাদিগকে শিক্ষা দেয়।

স্বার্থরহিত কর্ম

গীতা যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ চলিতেছিল। একদল বৈদিক যাগযজ্ঞ, পশুবলি এবং ঐ প্রকার কর্মসমূহকেই ধর্মের সমগ্র রূপ বলিয়া মনে করিত। অপর দল প্রচার করিত যে, অসংখ্য অশ্ব ও পশু হত্যা করা ধর্ম নামে অভিহিত হইতে পারে না। শেষোক্ত দলের অধিকাংশই ছিলেন সন্ন্যাসী এবং জ্ঞানমার্গী। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, সর্বপ্রকার কর্মত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান–লাভই মোক্ষের একমাত্র পথ।

ফেসবুক বার্তা

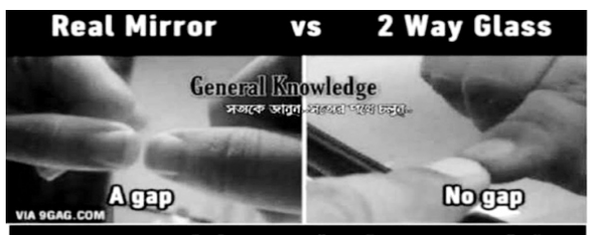

General knowledge world

কোনও দোকান বা শপিং মলের বা হোটেলের ট্রায়াল রুমে ড্রেস চেঞ্জ করতে গিয়ে সর্বদা সতর্ক থাকুন।

যদি সেখানকার আয়নায় হাত রাখলে হাত আর হাতের প্রতিবিম্বের মধ্যে ব্যাবধান থাকে তাহলে সেটি আসল আয়না। আর যদি ব্যাবধান না থাকে তবে সেই আয়নার পিছনের রেড অক্সিড নেই। অর্থাৎ আয়নার ওপর প্রান্তে থাকা যে কেউ আপনাকে দেখতে পাবে।

শাসক বিরোধী একজোটের নেপথ্যে ৫% ভোট সংগঠিত সন্ত্রাস–আমজনতার বুকে ত্রাস

নির্মল গোস্বামী

ভয় ক্রমশ জেঁকে বসছে সৎ সচেতন নাগরিকদের বুকের খাঁচার ভিতরে। একটা সম্প্রদায়ের উৎসবের পরের দিন রবীন্দ্র সরোবরের জলে ভেসে উঠল কচ্ছপ সহ নানা প্রজাতির মাছ। প্রশ্ন উঠতে পারে মৃত কচ্ছপ বা মাছ দেখে ভয় কেন? প্রতিদিন তো আমরা লক্ষ লক্ষ মৃত জ্যান্ত মাছ তৃপ্তি সহযোগে খাচ্ছি। কয়েক বছর আগেও তো খোলা বাজার থেকে কচ্ছপ কাটার মাংস থলে ভরে বাড়িতে নিয়ে এসেছি এবং তা খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলেছি। আজ পরিবেশ সচেতনতার জন্য কচ্ছপ কাটা নিষিদ্ধ হয়েছে। তাও আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গ্রাম বাংলার বাজারে বাজারে দেদার বিক্রি হয়। ফলে কতগুলো মাছ মরা নিয়ে স্বঘোষিত পরিবেশবিদদের আদিখ্যেতার কান না দিলেও চলে। নেহাৎ মিডিয়ার 'বাই'– তাই এই নিয়ে আলোচনা বা 'কটক যাই' হয়।

অতি সত্যিকথা। ক্ষুদ্র মাছ কেন, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মৃত্যুতে জ্ঞানীরা শোক প্রকাশ করেন না। কারণ তাঁরা জানেন আত্মার মৃত্যু নেই। জীর্ণ বস্ত্রের মতো আত্মা দেহ ত্যাগ করে। এ গীতার কথা। অমান্য করা চলে না। কতগুলো অল্পজ্ঞানী বা অজ্ঞানী জনেরা এই মৃত্যু নিয়ে শোক প্রকাশ করে। সত্যিই মর জগতে মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু সেই মৃত্যুর কারণ নিয়েই যত গোলমাল সভ্য সমাজে। একজন অপরকে মারলে কত আইন, কত কানুন, জেল জরিমানা, মায় ফাঁসি পর্যন্ত। দীর্ঘদিন মানব সমাজের বিবর্তনের ফলে আজকের সভ্য সমাজ গড়ে উঠেছে। সমাজের আইন কানুন রক্ষা করা প্রয়োগ করার জন্য রাষ্ট্রের প্রশাসন আছে। যারা জনগণের পয়সায় মানে ট্যাক্সের টাকায় লালিত পালিত। আর এই সুসংগত রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য আমরা নিশ্চিন্ত বোধ করি। এবং নিজেরা সমাজ নির্দেশিত অন্যায়–অপরাধ থেকে বিরত থাকি। এই সামাজিক বা রাষ্ট্রিক নিরাপত্তার কারণেই সুস্থ সাবলীল জীবন চক্র পরিক্রমণ করে চলেছে আবহমান কাল ধরে।

আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমরা বাস করি। আর সেই কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যাতে এতোটুকু দাগ না লাগে তার জন্য কত দল, দলের নেতা নেত্রীরা, কর্মীরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো সদা জাগ্রত। তাদের ভরসাই তো জনগণের আশার ভিত্তি। কোনও একটা দল বেগড়বাই করলেই জনগণের সমর্থনে তারা গদি থেকে অত্যাচারী শাসককে কান ধরে টেনে নামাবে। গণতন্ত্রে এটাই ভরসা স্থল শোষিত, অত্যাচারিত মানুষদের।

আমাদের শাসন ব্যবস্থায় সব থেকে ভরসার স্থল হল আমাদের বিচার ব্যবস্থা। আমাদের লিখিত সংবিধান এবং আইনসমূহ এর বাইরে যে কেউ শাসক, প্রশাসক বা একক ব্যক্তি কার্যক্রম করলেই আদালত তার বিচার করবে এবং উপযুক্ত পদক্ষেত্রের ব্যবস্থা করবে। কেউ তার নিজের ইচ্ছামত ন্যায় অন্যায়ের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারে না। আর আদালতের রায়কে কার্যে পরিণত করবে পুলিশ প্রশাসন। এটাই চিরাচরিত নিয়ম।

এখন একটা প্রশ্ন খুব স্বভাবত মনে জাগে যে স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় এই যে পুলিশ প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন, আইন আদালত সংবিধান এতো আয়োজন এবং জনগণের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের শপথ নেওয়া আইন স্বীকৃত এতো রাজনৈতিক দল থাকা সত্ত্বেও মানুষ সব সময় ন্যায্য বিচার পায় কি? বিশেষত সাধারণ মানুষ। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে পায় আবার পায়ও না। কারণ বিচার স্থল অবধি পৌঁছানো মতো সামর্থ নেই অধিকাংশ নাগরিকদের। আমাদের দেশে বিচার পাওয়া দুর্মূল্য ও সময় সাপেক্ষ। এর উপর আছে প্রশাসনের সব স্তরে রাজনৈতিক প্রভাব। এই দুইয়ের জাঁতাকলে পড়ে বিচার অধরাই থেকে যায়। তবুও এই ব্যবস্থায় আমরা সন্তুষ্ট থেকেছি। কারণ যারা বিচারের দরজায় পৌঁছায় তারা বিচার পায়। সে বিচার কতটা ন্যায় সংগত তা বিচার্য্য বিষয় নয়। আদালতের রায়কে শাসক, প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন মান্যতা দেয়। রাজনৈতিক দলগুলি প্রকাশে আদলতের বিরুদ্ধাচারণ করে না।

বুকের রক্ত তখনই হিম হয়ে আসে যখন আদালতের রায়কে শাসক, পুলিশ প্রশাসন এবং রাজনৈতিক দল অবজ্ঞা করে। আদালত কে ঠুঁটো জগন্নাথ করে দিলে বিচারের সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখনই শুরু হয় মাৎস্যন্যায় যুগ। সম্প্রতি ছট পুজোকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র সরোবরে যা ঘটল তা 'জোর যার মুলুক তার' নীতিরই প্রতিফলন হল। রবীন্দ্র সরোবরের গেটের তালা ভাঙতে তালার উপর যত হাতুড়ির ঘা পড়েছে তার প্রতিটি ঘা বাংলার পরিবেশ প্রেমী এবং আইন মান্যকারী আমজনতার বুকে লেগেছে। বাংলার বুকে কলকাতা শহরের কেন্দ্র স্থলে অবাঙালি একদল ধর্ম উন্মাদ ব্যক্তি আইন আদালত পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র এসবকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল। শাসক বিরোধী রাজনৈতিক দল তাকে সমর্থন করল। পুলিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয় থেকে পরোক্ষে মদত দিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে তারা অন্যায় করতে, আদালতের রায়কে বুড়ো আঙুল দেখাতে সাহস পেল। এর থেকে বড় অরাজক আর কি হতে পারে?

আমার সকলেই জানি এবং মানিও যে ধর্মের জন্য মানুষ নয়। মানুষের জন্য ধর্ম। আর ছট পুজো মানে প্রকৃতির পুজো। সূর্যের পুজো মানে প্রাণের উৎসালোকের পুজো। কারণ সূর্যকিরণ ছাড়া উদ্ভিদ বাঁচে না। উদ্ভিদ না বাঁচলে কোনও প্রাণই বাঁচবে না। সেই পুজোর জন্য যদি জলজ প্রাণহানি হয় সেটা কি উচিত? কোনও কাজ চিরদিন করে এসেছি বলে আজও করব সেটা যুক্তি হতে পারে না। এক কালে মানুষ বনজঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করে ছিল। আজ প্রাণ রক্ষার তাগিদে মানুষকে জঙ্গল তৈরি করতে হচ্ছে। ডেচকি বা বালতির জলে পুজোর অর্ঘ বিসর্জন দিতে পারে।

এই সহজ সত্যগুলো ভুলে গেল তামাম শাসক ও প্রধান বিরোধী দল গুলো? শুধুমাত্র ৫% ভোটের মোহে? পুলিশ প্রশাসন শাসকদলের পদ লেহনকারী হয়ে গেলে, আমজনতা আইনি পরিষেবা কার থেকে পাবে? আজ ধর্মের নামে কিছু জনতার কাছে প্রশাসন হার মানল। কাল সম্প্রদায়ের নামে কয়েক হাজার মানুষ জমায়েত হয়ে যা ইচ্ছা তাই করবে? পরশু ক্লাবের নামে কিছু লোক জড়ো হয়ে যা ইচ্ছা তাই করবে। কারণ সকলেরই ভোট আছে। এই যে ভোট হারাবার ভয়ে রাজনীতির কারবারীরা আদালতকে অবমাননা করল– তা একটা উদাহরণ হয়ে রইল। একটা প্রথা সিদ্ধ হল। পরবর্তীকালে আবার এইরকম ঘটনা ঘটাবার ছাড়পত্র হিসাবে পরিগণিত হয়ে রইল। কয়েকটা কচ্ছপ এবং কিছু মাছের মূল্য নগণ্য এটা জানি। কিন্তু যে ঘটনার জন্য এটা ঘটল সেই ঘটনা বড়ই বেদনাদায়ক এবং আতঙ্কের আইনের শাসনের নামে দলের শাসন চলে কিন্তু একটু আড়াল ছিল এতোদিন। আজ ঘোমটা খসে পড়ল। বেআইনি বিষয়ে শাসক এবং বিরোধী দল এক সুরে কথা বলল, যা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রে বিরল ঘটনা। শাসক ও বিরোধী চক্ষুলজ্জার জলাঞ্জলি দিল। এটাই হল ভয়ংকর ব্যাপার যে শাসক–বিরোধী এক হলে জনগণের অবস্থা 'বল মা তাঁরা দাঁড়াই কোথায়'।

অনুন্নয়নের দাঁইহাটের ঐতিহ্য রক্ষায় এবারও বিগ বাজেটের রাস উৎসব

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: প্রিয় শহর দাঁইহাটের রাস উৎসবের ঐতিহ্য রক্ষায় আন্তরিক এলাকাবাসী এবারও বহির্বিশ্বের দরবারে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর। দীর্ঘদিন ধরেই রাজনীতির জাঁতাকলে পিষ্ট ছোট্ট এই শহরের অনুন্নয়ন আর নানাবিধ বঞ্চনার সাক্ষী থেকেও আজও এলাকাবাসীর হৃদয়ে আপন ঐতিহ্যকে রক্ষা করার তাগিদ অনুভূত হয়। আর সেই অনুভূতি থেকেই এবারেও ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবের বিগ বাজেটের আয়োজনে মাতোয়ারা আপামর দাঁইহাটবাসী। কার্যত আগামী সোমবার থেকেই শুরু হয়ে যাবে এবারের রাস উৎসব। বুধবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শেষ হবে ঐতিহ্যবাহী এই উৎসব।

পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ও ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী প্রাচীন শহর দাঁইহাটের আনাচকানাচে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন। মারাঠা দস্যু ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের দেবী ভবতারিণীর প্রস্তর মূর্তির নির্মাতা নবীন ভাস্করের বসতবাড়ি, টেরাকোটার একাধিক প্রাচীন শিব মন্দির, স্নানঘাট প্রভৃতি নিদর্শন দাঁইহাটকে সমৃদ্ধ করেছে। একদা কাঁসাপিতল, প্রস্তর খোদাই ও দারু শিল্পের অন্যতম পীঠস্থান তথা বাণিজ্য নগরী দাঁইহাটের অলিগলিতে এখনও অনুন্নয়ন আর সরকারি বঞ্চনার ছবিটা বেশ প্রকট। শহরের বেশীরভাগ এলাকাজুড়ে রয়েছে কৃষিজমি ও জলাভূমি। নেই কোনও শিল্প, কলকারখানা কিংবা বৃহৎ আকারের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। শহরের নিকাশি ও পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা বেহাল। ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ডের অভাবে রাস্তার পাশেই আবর্জনা ফেলে পুরকর্তৃপক্ষ। সেসপুল ভেহিকলের অভাবে শৌচাগারের সেফটিক ট্যাংক সাফাই নিয়েও দুর্ভোগ পোহাতে হয় শহরবাসীকে।

এসবের পরেও বুকে একরাশ কষ্ট চেপে রেখেই মুখে হাসি নিয়ে উদ্যোক্তারা প্রতিবছর দাঁইহাটের জমজমাট রাস উৎসবের ঐতিহ্যকে বজায় রাখার চেষ্টা করেন। এবারও যার ব্যতিক্রম হবে না বলে জানা গেছে। অন্যান্যবারের মতো বিগ বাজেটের পুজোর আয়োজন করছে অসংখ্য উদ্যোক্তা। হরেক থিমের মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা সহ শোভাযাত্রাতেও থাকছে হাজারো চমক। চমকের তালিকায় এবারও ঠাঁই করে নিতে চলেছে বিবেকানন্দ সংঘ, নটরাজ, সাহাপাড়া নাগরিক কমিটি, ক্লাব প্রীতম, জিতেন্দ্রনাথ স্মৃতি সংঘ, রেড সান ক্লাব, ইন্দিরা স্মৃতি সংঘ, বাঘাযতীন ক্লাব, টাউন ক্লাব, মাতঙ্গী পুজো কমিটি, বৌদ্ধ সংঘ, ক্লাব গণপতি, ক্লাব টাইগার, নেতাজি সংঘ, নবারুণ সংঘ, সেবা সংঘ, লোকনাথ পুজো কমিটি, মহাপ্রভু পুজো কমিটি প্রমুখ। পাশাপাশি শহরের ঐতিহ্যবাহী গণেশজননী, বড়ো কালী, শবশিবা, উগ্রচণ্ডা দেবীর পুজোও উল্লেখযোগ্য। এবারে পুজোর সংখ্যা ৬০টি। এর মধ্যে ৪২ টি পুজো কমিটি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে।

বিবেকানন্দ ক্লাবের সৈকত দাস, ক্লাব প্রীতমের অলোক দাস প্রমুখের দাবি, প্রতিবেশী সহ শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে অল্প কিছু চাঁদা পাওয়া গেলেও মূলত পুজো কমিটিগুলির সদস্যদের মোটা চাঁদার মাধ্যমেই দাঁইহাটের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবের আয়োজন করা হয়। অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরের মতো দাঁইহাটেও বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা বহুজাতিক সংস্থাগুলি আর্থিকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে এখানকার রাস উৎসবের জৌলুস আরও বেড়ে যেত।

এদিকে, ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে দাঁইহাট পুরসভার পাশাপাশি পুলিশ, প্রশাসন সর্বোতভাবেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য জেলার পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে দাঁইহাটের রাস উৎসবের গাইড ম্যাপ প্রকাশিত হয়েছে।

বালক সংঘের বস্ত্রবিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং : অষ্টমী থেকে দশমী পুজো পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় পুজো। রবিবার রাতেই পুজোমন্ডপে প্রতিমা নিয়ে এলো জয়ন্ত ঘোড়ুই,তন্ময় মণ্ডল, সুব্রত ওঝা,পান্নালাল গাঙ্গুলি,রাহিমাযুম রেজা,সন্টু নন্দী, মুস্তাফিজুর রহমান ফারুক,আমজাদ সরদার, বাসুদেব মন্ডল'রা। পাশাপাশি পুজোর যাবতীয় কাজ করতে সকলেই ব্যস্ত। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের শরপল্লী বালক সংঘের জগদ্ধাত্রী পুজো এবার দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করলো।বর্তমানে হিংসা,মারামারি থেকে দূরে থেকে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান সহ অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজনের মধ্যে দৃঢ় ভিত তৈরি করার উদ্যোগ নিয়ে সকলে একত্রিত হয়ে উৎসব আয়োজন করার পরিকল্পনা করেছিল শরপল্লী বালক সংঘ।এ বছরের পুজোয় কোনও থিমের উপর নির্ভর না করলেও পুজোর কটাদিন থাকছে

রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির, দরিদ্র অসহায় মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণের পাশাপাশি নানা ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায় এখানে কোনও দিনের জন্য ধর্মবর্ণের বৈষম্য ছিল না বর্তমানেও নেই। হিন্দু–মুসলিম–খ্রিষ্টান সকলেই সমান। যার ফলে সকলেই একত্রিত হয়ে এই জগদ্ধাত্রী পুজো অনুষ্ঠিত হয় এবং সকলেই উৎসবের দিন গুলিতে আনন্দ উপভোগ করে থাকি।এই এলাকায় প্রচুর বড় বড় দুর্গাপুজো কিংবা জেলার মধ্যে সর্ববৃহৎ কালী পুজো অনুষ্ঠিত হয়। জগদ্ধাত্রী পুজো হত না। ফলে এই ধরনের উৎসব অনুষ্ঠান এলাকায় যত বেশি হবে, ততবেশি সংখ্যক মানুষজন একত্রিত হবে উৎসবস্থলে আর দৃঢ়ভাবে মজবুত হবে সম্প্রীতির শক্তভীত এমনটাই জানালেন শরপল্লী বালক সংঘের পুজো উদ্যোক্তা কমিটির অন্যতম সদস্য জয়ন্ত ঘোড়ুই। অন্যদিকে, রাহিমাযুম রেজা,সন্টু নন্দী, মুস্তাফিজুর রহমান ফারুক, আমজাদ সরদার'রা বলেন, আমাদের ঈদ কিংবা কোনও জলসা'র অনুষ্ঠানে হিন্দু ভাইয়েরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান এবং অনুষ্ঠানে ভ্রাতৃসম পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে সহযোগিতা করে থাকেন। হিন্দু–মুসলিম–খ্রিষ্টান বলে আলাদা কেউ নই, সকলেই একই মাতৃভূমিতে বসবাস করি ভাই–ভাই সম্পর্কের অটুট বন্ধনে। তেমনই জগদ্ধাত্রী পুজোয় সামিল হয়ে উৎসব মুখর দিনগুলিতে আনন্দে ভেসে যেতে চাই।অন্যদিকে, সোমবার সন্ধ্যায় শরপল্লী বালক সংঘের দ্বিতীয় বর্ষের জগদ্ধাত্রী পুজোর সুচনা করেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি সওকাত মোল্লা।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার, ক্যানিং ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তথা তথা ক্যানিং ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি পরেশ রাম দাস,মাতলা ২ গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

বিষ্ণুপুরে জগদ্ধাত্রী উদ্বোধনে দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার গাববেড়িয়া আমরা সবাই ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পূজার উদ্বোধন করেন সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সাভপতি দিলীপ ঘোষ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, এই জেলায় পূজা বা মেলায় উদ্বোধনের আগে কোনও দিন আমন্ত্রণ পাইনি। এই বছর পেলাম, তাই এলাম এবং খুব ভালো লাগল। কাশ্মীরের খুনের ব্যাপারে বলেন, এটা আতঙ্ক ছড়ানোর এক পাকিস্তানি চক্রান্ত। পূজার উদ্বোধনের সন্ধ্যা ৫টায় নিমন্ত্রণ থাকলেও, সভাপতির অন্য কর্মসূচি থাকায় সময়সূচি পরিবর্তন করে সকাল ১১টায় করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব জেলা সভাপতি সুনীপ দাস, পশ্চিম জেলা সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু, রাজ্য নেতা হরেকৃষ্ণ দত্ত, প্রাক্তন জেলা সাধারণ সম্পাদক চন্দন পাল প্রমুখ।

কিশোর সংঘের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালী পূজা উপলক্ষে নোদাখালি থানা এলাকার কামরা কিশোর সংঘ গত ৩০ নভেম্বর দুঃস্থ ব্যক্তিদের বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করেছিল। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর সহায়তায় এই বস্ত্র বিতরণ হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, নোদাখালি থানার

আই সি অনিন্দ্য বোস, বিশিষ্ট সমাজসেবী হেমন্তকুমার, অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কামরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাপস সামন্ত প্রমুখ। কুনাল মালিক।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

অভীক মিত্র : রবিবার সিউড়ি দত্তপুকুরপাড়ার গাছ থেকে বিশ্বজিৎ কাহার নামে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পাশ থেকে উদ্ধার বিশ্বজিতের প্রেমিকা নীলম মুখোপাধ্যায়ের সাইকেল,ওড়না,ব্যাগ,চটি। উত্তেজিত জনতা নীলমকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসে মারধর করে। পুলিশ এসে নীলমকে উদ্ধার করে। কুলেরা গ্রামের নীলম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দত্তপুকুরপাড়ার রাজমিস্ত্রী বিশ্বজিৎ কাহারের প্রেমের সম্পর্ক ছিলো। পুলিশ নীলমকে আটক করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

তৃণমূলকর্মী খুনে গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ নভেম্বর রামপুরহাট থেকে মোটরবাইকে বাজার করে ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমায় মারা যায় তৃণমূলকর্মী বাবলু খান। আগেরদিন রাত্রে :দিদিকে বলো' কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলো বাবলু। বাবলুর বাবা হানিফ খান দখলবাটি গ্রামপঞ্চায়েতের দুবারের কংগ্রেস প্রধান ছিলো। বাবলু খুনে লাল শেখ,মেহেবুল শেখ,ছোট্টু শেখ নামে তিন তৃণমূলকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ৩রা নভেম্বর রামপুরহাট আদালতে ধৃতদের তোলা হলে দশদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মাহামান্য বিচারক। প্রকাশ্যে চলে এলো তণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। সোমবার বাবলু খানের বাড়িতে যান কৃষিমন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত পরিবারের পাশে বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় নিহত পাঁচ বিজেপিকর্মীর পরিবারের হাতে পাঁচলক্ষ টাকার পাঁচটি চেক তুলে দিলেন বিজেপি জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল। ৩১শে অক্টোবর দ্বারকা গ্রামের তাপস বাগ্দী এবং মীরবাঁধ গ্রামের ডালু শেখের পরিবারের হাতে পাঁচলক্ষ টাকার দুটি চেক তুলে দিলেন জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল। ২ নভেম্বর ফুলচাঁদ গোপ এবং দুবরাজপুর এক নং ওয়ার্ডের সুরেশ ওরাং–র পরিবারের হাতে পাঁচলক্ষ টাকার দুটি চেক তুলে দিলেন জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল। ৩ নভেম্বর মল্লারপুরে ইন্দ্রজিৎ দত্তের পরিবারের হাতে পাঁচলক্ষ টাকার চেক তুলে দিলেন জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল।

হ্যান্ডবিলে উত্তেজনা মুরারইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজেকে তৃণমূলকর্মী পরিচয় দিয়ে রেজাউল করীম নামে এক ব্যাক্তি মুরারই–১ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিনয় ঘোষ,জেলাপরিষদের দুই কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপকুমার ওরফে বাবলু ভকত এবং আসগর আলি ওরফে গাজলুর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে হ্যান্ডবিল ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায়। ব্লক সভাপতির বার্ষিক আয় দুই থেকে তিনকোটি টাকা। বাবলু ভকত এবং গাজলু দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। পলসা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান এবং ডুমুরগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী পেশায় ঠিকাদার। এইসব কথার উল্লেখ রয়েছে হ্যান্ডবিলে। যদিও লেখক রেজাউল করীমের কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি বলে জানা গিয়েছে। 'গোটা দলটা দুর্নীতিতে ডুবে আছে' – কটাক্ষ বিজেপির।

তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩ নভেম্বর তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ ঘিরে রনক্ষেত্র হয়ে উঠলো শীর্ষা গ্রাম। জখম হয় তিনজন। তৃণমূল কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলে যায় ইলামবাজার থানার পুলিশ। ২ নভেম্বর রাস্তা করা নিয়ে পাইকর থানার নয়াগ্রামে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জখম হয় দুজন।

জলে ডুবে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার মাড়গ্রাম থানার ডাঙাপাড়া গ্রামে পুকুরে হাত পা ধুতে গিয়ে জলে পরে ডুবে মারা যায় সুরেশ মাল। বাড়ি নিংহা গ্রামে। রবিবার বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে নেমে ঘিদহ গ্রামের অজয় নদে তলিয়ে গিয়েছিলো অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র জিৎ মল্লিক। সোমবার জিতের দেহ উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর।

গাড়ি চালক–আরপিএফ বচসা কোচবিহার স্টেশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহারঃ নিউ কোচবিহার স্টেশনে ছোট গাড়ি চালকেরা আরপিএফ আধিকারিকের এর দুর্ব্যবহারে প্রতিবাদে পরিষেবা বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হল। ওই গাড়ি চালকদের অভিযোগ গতকাল সন্ধ্যায় স্টেশনের গেট থেকে একটি অসুস্থ যাত্রীকে নিতে গেলে আরপিএফ ইনস্পেক্টর রবি কুমার তার সাথে বাজে ব্যবহার ও গালিগালাজ করেন। তাই ওই অফিসারের বদলির দাবিতে ছোট গাড়ির পরিষেবা বন্ধ করে দেয় স্টেশন চত্বরে। এর ফলে সাধারণ যাত্রীদের চূড়ান্ত দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। যদিও এই আরপিএফ এর ইন্সপেক্টর রবিকুমার বলেন, তিনি লক্ষ করেন কতগুলি গাড়ি স্টেশন এর মূল ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার তুলছে। তাদের সেখান থেকে গাড়ি সরাতে বলেন। সবাই শুনলেও একজন গাড়ি চালক তিনি বলেন আমি এখানকার ড্রাইভার। তিনি এখানে দাড়িয়ে এই লোক তুলব তার যা করার করে নিতে।এর পরেই তিনি তার কনস্টেবল কে বলেন গাড়িটা আটকে দিতে। এরপর ওই গাড়িচালক চলে যায়। তিনি তার ডিউটি করেছেন তাই কে বিক্ষোভ করল তা দেখার বিষয় না।এদিকে গন্ডগোলের জেরে নিউ কোচবিহার স্টেশন এর সমস্ত প্রকার পরিষেবা বন্ধ রয়েছে আঁচ পড়েছে যাত্রী পরিষেবায়।

তবে হঠাৎ করে এমন ভাবে পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে চূড়ান্ত অসুবিধা তে পড়তে হয় যাত্রীদের। শেষ পাওয়া খবর অবধি ওই গাড়ির চালকরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য পরিষেবা বন্ধ করে আন্দলন চালিয়ে যায়।

চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: চিকিৎসকের গাফিলতিতেই মৃত্যু হয়েছে শ্রেয়ানের, এমনই অভিযোগ শ্রেয়ানের পরিবারের।গত রবিবার শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে মৃত্যু হয় তৃণমূল কংগ্রেস দলের পঞ্চায়েত প্রধান ভবতোষ মন্ডলের ছেলে শ্রেয়ানের।খড়িবাড়ির বাতাসিতে বৃহস্পতিবার ট্রাক্টরের ধাক্কায় জখম হয়েছিল ছোট্ট শ্রেয়ান। এরপর শ্রেয়ান কে মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত একটি বেসরকারি হাসপাতালে আনা হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসার নামে প্রহসন চালায় বলে অভিযোগ। শ্রেয়ানকে পরিবারের লোক চিকিৎসার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাইরে নিয়ে যেতে চাইলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শ্রেয়ানের পরিবারকে জানায় শ্রেয়ান কে তারাই সুস্থ করে তুলবেন, বাইরে নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এমনকি ওই দিন শ্রেয়ানের চিকিৎসায় যে ডাক্তার নিযুক্ত ছিলেন তিনি হঠাৎ ছুটিতে চলে যান বলেও অভিযোগ তুলেছেন শ্রেয়ান এর পরিবারের লোকজন। শ্রেয়ান এর পরিবারের লোকজন পরে জানতে পারেন ওই চিকিৎসকের ছুটি পূর্বনির্ধারিত ছিল।কিন্তু এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর পরিবারকে কিছুই জানায়নি।বারবার বিভিন্ন বেসরকারি নার্সিং হোম গুলিতে চিকিৎসকের গাফিলতির কারণেই হারাচ্ছে বহু প্রাণ এই বিষয়টি নিয়েই সরব হলেন ভবতোষ মন্ডল। তিনি এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানান। এই বিষয়ে তিনি মাটিগাড়া থানায় একটি অভিযোগ দায়েরও করেছেন এবং তিনি বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও অভিযোগ জানাবেন বলে জানান। শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে বিষয়টি জানিয়েছেন তিনি।

ভাঙনে ভেসে যাচ্ছে শঙ্করটোলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা: মানিকচক এর শঙ্করটোলা গ্রামের ৫টি পরিবার আজ ঘর ছাড়া। একটি মন্দির জলের নীচে চলে যাচ্ছে চোখের সামনে সেই ভিডিও ক্যামেরা বন্দি হয়েছে দেখেছি আমরা, কিন্তু তার সাথে ৫ টি পরিবারের সর্বস্ব গ্রাস করে নিয়ে গেছে ফুলাহার নদী। আমরা কথা বলেছিলাম এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং সেই মন্দির সংলগ্ন বাসিন্দাদের সাথে, তারা জানান ৫ টি পরিবার আজ ঘর ছাড়া, অন্য আত্মীয়ের বাড়িতে তারা মাথা গুজেছেন আপাতাত, সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসেননি। তারা আরও জানান এই মন্দির সংলগ্ন যে ব্রিজ তার একটি পিলার মন্দির এর খুব কাছে ছিল এবং তার খননকার্যের সময় নীচের মাটি আলগা হয়ে যাওয়াতেই এই বিপত্তি, এলাকার মানুষ উদ্বিগ্ন। বাঁধ সারাইয়ের কাজ কিছুটা হলেও আপাতাত কাজ বন্দ আছে বলে জানান স্থানীয়রা। সরকারি সাহায্যের দিকে তাকিয়েই দিন গুনছেন সর্বহারা পরিবারগুলো।

শ্বশুরকে গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্বশুরকে গুলি করে খুন জামাইয়ের। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার থানা এলাকার। মৃত শ্বশুরের নাম শেখ মুক্তার। জানা যায়, গুলিতে গুরুতর জখম বছর ৪৫ এর সেখ মোক্তার পেশায় বেসরকারি বাসের চালক। ডায়মন্ড হারবার থানা এলাকার মোহনপুরের বাসিন্দা। নিত্যদিনের মত এদিনও গাড়ি গ্যারেজ করে নিজের স্কুটিতে করে ডায়মন্ড হারবার থেকে রাতে বাড়ি ফিরছিলেন।বাড়ি ফেরার পথে পারুলিয়া চাঁদনগর মোড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় ১১৭ নং জাতীয় সড়কে পেছন থেকে একটি বাইকে করে মোক্তার সেখের জামাই হারুন সর্দার ও জামাইয়ের ভাই দিলওয়ার সর্দার পেছন থেকে মোক্তারকে গুলি করে চম্পট দেয়। পরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কোনক্রমে বাইকে চালিয়ে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন মোক্তার।পরে কিছুটা দূরে গিয়ে বাইক নিয়ে রাস্তার উপর পড়ে যান তিনি। এরপর স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মোক্তারকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে।সকালে কলকাতার হাসপাতালে মৃত্যু হয় মোক্তার সেখের।এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা ডায়মন্ড হারবার ১১৭ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে।

আহত মোক্তারের পরিবারের অভিযোগ, তিন বছর আগে মোক্তারের একমাত্র মেয়ের সাথে দেখাশোনা করে বিয়ে হয় সংগ্রামপুরের তালা গ্রামের বাসিন্দা হারুন সর্দারের। অশান্তির জেরে বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে আদালতে। আর সেই আক্রোশ থেকে শ্বশুরকে গুলি করেছে জামাই হারুন সর্দার ও তার ভাই। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্তের আশ্বাস দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

জীবনতলায় নাবালিকা বিয়ে বন্ধ করলো প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা : আচমকা গোপনে খবর পেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার জীবনতলা থানা এলাকার এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করলো জীবনতলা থানার পুলিশ প্রশাসন ও বাগমারি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড ডেভলপমেন্ট মিশন।সোমবার দুপুরে গোপন সুত্রে খবর পেয়ে প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা বিয়ে বাড়িতে পৌঁছায়। সকাল থেকেই বিয়ে বাড়িতে সাজোসাজো রব চলছিল আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের আনাগোনার ভীড় ছিল নজরকাড়া। হঠাৎই সেই রঙিন মুহূর্তের ছন্দপতন ঘটলো।গ্রামের মধ্যে পুলিশ গাড়ি দেখে বিয়ে বাড়ির লোকজন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে।

এদিন সকালে জীবনতলা থানা এলাকার হোমরা পলতার নাগোরতলার বাসিন্দা রাজ্জাক জমাদার তার বছর ষোল'র নাবালিকা কন্যা হোমরাপলতা হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রীর বিয়ের ঠিক করেছিলেন ঘটকপুকুর এলাকার এক যুবকের সাথে।সোমবার দুপুরে বিয়ের কথা ঠিক হলে আগাম খবর পেয়ে প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা বিয়ে বন্ধ করে দেয়।

বাগমারি মাদার এন্ড চাইল্ড ডেভলপমেন্ট মিশনের সদস্যা পাপিয়া সেখ জানান, জীবনতলা থানার সহযোগিতায় এই নাবালিকা বিয়ে আটকাতে পেরে আমরা যথেষ্ট খুশি। আগামী দিনে সাধারণ গ্রামের মানুষজন যদি এমন সহযোগিতা কিংবা সচেতন হয় তাহলে আগামী দিনে নাবালিকা বিয়ের মতো মারণ ব্যাধি সমাজের বুক থেকে দূরে সরে যেত বাধ্য।।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত মেধাবী পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে মৃত্যু হল এক মেধাবী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। মৃত ছাত্রের নাম বিশ্বজিত নাইয়া(১৮)।ঘটনাটি ঘটেছে গত ৩০ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার ক্যানিং–হেড়োভাঙা রোডের পরাণীখেকো এলাকায়।

সেই মুহূর্তে স্থানীয় লোকজন গুরুতর জখম অবস্থায় আহত যুবক কে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য।আঘাত গুরুতর হওয়ায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা রাতে ওই ছাত্রকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। সেখানে দীর্ঘ প্রায় একসপ্তাহ চিকিৎসা চলার পর চিকিৎসায় কোনও সাড়া না দেওয়া সোমবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় তার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৩০ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় কালী ঠাকুর প্রতিমা বিসর্জনের জন্য প্রতিমা নিয়ে রাস্তার অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল বিশ্বজিত নাইয়া। সেই দ্রুতগতিতে আসা একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আচমকা বিশ্বজিত কে ধাক্কা মারলে রাস্তার উপর পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হন। ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র বিশ্বজিতের অকাল প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়লে শোকের ছায়া নেমে আসে তার বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকা,সহপাঠী ও পরিবার প্রতিবেশীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। মেধাবী ছাত্রের অকাল প্রয়াণে শোকে মঙ্গলবার ছুটি ঘোষণা করেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুমিত ব্যানার্জী বলেন, বিশ্বজিত নাইয়া ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত মেধাবী ছিল। পাশাপাশি খেলাধূলায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিল। ২০২০ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো করে বিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে সেই প্রতীক্ষায় আমরা সকল শিক্ষক শিক্ষিকা তাকিয়ে ছিলাম। বিশ্বজিতের অকাল প্রয়াণে আমরা শোকাহত।

লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রামের বাসিন্দাদের লোনের লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ এক গৃহবধূ ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার থানার চেওড়া এলাকার।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠী সহ বেশ কিছু বেসরকারি লোন সংস্থার এজেন্ট ছিলেন চেওড়া গ্রামের গৃহবধূ তাসমিনা বিবি। সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে গ্রামের প্রায় ৫০ জন বাসিন্দার নামে বিভিন্ন সংস্থা থেকে লোন করিয়ে সেই টাকা তাসমিনা বিবি আত্মসাৎ করে বলে অভিযোগ। বিপত্তি ঘটে লোন সংস্থার কর্মীরা লোনের কিস্তি নিতে এলে। তখনই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে গৃহবধূ তাসমিনা বিবি অন্যের নামে লোন করে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা নিজেই আত্মসাৎ করেছে। এবং এরপরেই বাড়িতে তালা বন্ধ করে সপরিবারে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়, এমনটাই জানান প্রতারিত ব্যক্তিরা।

নিরূপায় হয়ে ডায়মন্ড হারবার থানার দ্বারস্থ হন প্রতারিতরা। ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করার আশ্বাস দেওয়া হয় পুলিশের তরফে।

প্রশাসনিক উদাসীনতাই ডেঙ্গি বাড়বাড়ন্তের মূল

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি ভাটরাপল্লিতে একজনের মৃত্যুও হয়েছে ডেঙ্গুতে।' তিনি বলেন, 'জেলার বিভিন্ন পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ডেঙ্গু মোকাবিলায় খুব একটা সদর্থক না হওয়ার কারণে ডেঙ্গুর এহেন বাড়বাড়ন্ত।' স্থানীয় একটি পত্রিকার সম্পাদক তথা সাংবাদিক তাপস কুমার সরকার বলেন, 'উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সদর এবং বারাসত পুর এলাকায় ডেঙ্গু দমনে পুরসভার পক্ষ থেকে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ করা হয় না। ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৮টি ওয়ার্ডে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল হেরে যাওয়ার ফল ভোগ করছেন পুর বাসিন্দারা।'

তাপসবাবু আরও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন প্রশাসনিক বৈঠকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকে কার্যকরী পদক্ষেপকরণের নির্দেশকা জারি করলেও, কার্যত বহুক্ষেত্রেই সেই নির্দেশিকা পালিত হয়নি। পরিস্থিতি এমন চলতে থাকলে রাজ্যে আসন্ন পুরনির্বাচনে এর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা প্রবল।' গোবরডাঙা পুর উন্নয়ন পরিষদের সহ সভাপতি পবিত্র মুখোপাধ্যায় বলেন 'গোবরডাঙা পুরসভায় ১৬, ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে কিছুদিন আগে ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। পুরসভার নিকাশি নালাগুলি উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে। এগুলি ঢাকার কোনও উদ্যোগ নেই। এখন শীতের সময়, ডেঙ্গুর প্রবণতা কমার কথা। অথচ তা বেড়েই চলেছে। এদিকে গোবরডাঙা হাসপাতালটি বিগত প্রায় পাঁচ বছর ধরে বন্ধ থাকায় চিকিৎসার জন্যে দূর–দূরান্তে যেতে হয় রোগীদের। বহুক্ষেত্রে সঙ্কটজনক রোগীর মাঝ রাস্তায় মৃত্যুও ঘটে।'

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অবসরপ্রাপ্ত জনৈক স্বাস্থ্য পরিদর্শক অসিত চক্রবর্তী বলেন, 'স্বাস্থ্যভবন থেকে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে বহু টাকার অ্যালটমেন্ট করা হলেও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন নেই। জেলার প্রায় সবকটি পুর এলাকা ও পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশই কার্যত ডেঙ্গুর আঁতুরঘর। বিশেষ করে দেগঙ্গা ও হাবড়াকে ভৌগোলিকভাবে বেস লাইন করে ডেঙ্গু একপ্রকার মহামারীর আকার ধারণ করেছে। অনেক সময় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক চাপে আসল রিপোর্টিংকে চেপে রাখাও ডেঙ্গুর প্রভাব বিস্তারের অন্যতম কারণ। এর পাশাপাশি রয়েছে যত্রতত্র উন্মুক্ত নিকাশি নালা ও অপরিকল্পিত নগরায়ণের দৌরাত্ম্য।'

কামড় খেয়েও কেউটে ধরে সোজা হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাপে কামড়ানোর মতো এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানা এলাকার নিকারীঘাটা গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দা পেশায় কৃষক সুধীর মন্ডল অন্যান্য দিনের মতন রাতে পরিবারের সাথে খাওয়া–দাওয়া সেরে বাড়ি লাগোয়া শৌচালয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার সময় তার বাঁ হাতে আঙুলে কামড়ের অনুভূতি বুঝতে পেরেই হাতে থাকা টর্চের আলো মারতেই দেখতে পান যে একটি সাপ সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে । দ্রুততার সঙ্গে সাপের ভয়কে তুচ্ছ করে সুধীর বাবু ধরে ফেলেন সাপটিকে। এরপর পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় একটি পলিথিনের থলের মধ্যে সাপটিকে ঢুকিয়ে নিয়ে সময় নষ্ট না করে ওই রাতেই তিনি চলে আসেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ।

এমনিতেই সাপের চিকিৎসার ক্ষেত্রে রাজ্যে তথা দেশের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে দেখা যায় এই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালকে। সেখানে ওই রোগীকে দ্রুততার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা শুরু করেন কর্তব্যরত চিকিসকরা। তার বাঁ হাতের আঙুলে দু'টি কামড়ের চিহ্ন দেখে চিকিৎসকরা নিশ্চিত হয়ে যান যে বিষধর সাপই তাঁকে কামড়েছে। এরপরই সুধীর বাবু তার সঙ্গে থাকা পলিথিনের থলেটি বার করে চিকিৎসকের টেবিলের ওপর রাখলে শুরুতেই থ হয়ে যান চিকিৎসকরা।

সাপটিকে দেখার পর চিকিৎসকরা নিশ্চিত হয়ে যান যে বিষধর কেউটেই কামড় দিয়েছে। যদিও হাসপাতালে জলজ্যান্ত একটি সাপকে ধরে নিয়ে আসার ঘটনায় ততক্ষণে হুলুস্থুল পড়ে যায় অন্য রোগী থেকে স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে। সাথে সাথেই তাকে ভর্তি নিয়ে তার শরীরে তিরিশটি এভিএস দেওয়ার পরই বিপদ মুক্ত হন সুধীর বাবু । পরে তাকে পর্যবেক্ষণে রাখার পরই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে সুধীর বাবু বলেন,'কামড় দেওয়ার সাথেই বুঝে গিয়েছিলাম যে কিছু একটা কামড়েছে। এরপর দ্রুত সাপটিকে ধরে নিয়ে সময় নষ্ট না করে নিয়ে চলে আসি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে । চিকিৎসকেরা যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে আমায় চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তুলেছেন । 'এ বিষয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমর রায় বলেন 'হাত ও গলা ব্যথার উপসর্গ নিয়ে ওই রোগী সাপটিকে ধরে নিয়ে এসেছিলেন হাসপাতালে।

আমরা কেউটে সাপ চিহ্নিত করতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার কাজ শুরু করি। তাতে উনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আমরা সাধারণ মানুষকে এই কারণেই বলে থাকি সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে এভিএস সাপে কাটা রোগীদের দেওয়া গেলে সব ধরনের সাপে কামড়ানো রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয় । '

Govt. of West Bengal
Food & Supplies Department
Office of the Sub–Divisional Controller (F & S)
Canning, South 24 Parganas

Applications are invited from the intending Self Help Groups/Registered Co–Operative Societies/Semi–Government Organisations/Individuals/Group of Individuals as an entity for filling up 32 No(s) of vacancy of FPS Dealership at different places under Canning Sub–Division.

For further details, please contact the office of the Sub–Division Controller (F&S), Canning at Vill– Amraberia, P.O. – Dhalirbati, P.S.– Canning, Dist. – South 24 Parganas, PIN – 743376 or visit Deptt. Website : www.wbpds.gov.in

Last date for submission of application : 09.12.2019 up to 4.00 pm

Sd/–
SUB–DIVISIONAL CONTROLLER (F&S)
CANNING, SOUTH 24 PARGANAS

৫৩০১/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/০৮.১১.১৯

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিজ বিপণন অধিকারের উদ্যোগে কম খরচে ফল, সবজী সংরক্ষনের পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।

স্থান : কৃষিজ বিপণন আধিকারিক (প্রশিক্ষণ ও সংরক্ষন) এর কেন্দ্র, তিওয়ারি ভবন, অরূপ ভদ্র সরণী, সুবুদ্ধিপুর, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা পিন–৭০০ ১৪৪

প্রশিক্ষণের তারিখ : ০৯/১২/২০১৯ থেকে ১৩/১২/২০১৯ পর্যন্ত (সর্বাধিক ২০জন)

উপরিউক্ত প্রশিক্ষণের আবেদন পত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাবে।

আবেদন পত্র জমা দেবার শেষ তারিখ : ১৫/১১/২০১৯

যোগ্যতা : ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ (কৃষিজ বিপণন দপ্তরের প্রাক্তন সফল ছাত্র–ছাত্রী/ব্লক প্রশিক্ষণের সফল ছাত্র–ছাত্রী/ফল, সবজী প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য–সদস্যারা ও কৃষিজ উৎপাদক সংস্থার সদস্য–সদস্যারা শুধুমাত্র আবেদনের যোগ্য)।

নূন্যতম বয়স : ১৮ বছর (বয়সের কোন উর্দ্ধসীমা নেই) প্রার্থী বাছাই মনোনয়নের তারিখ : ১৯/১১/২০১৯।

স্বাঃ স্নেহা দাস চৌধুরী
কৃষিজ বিপণন আধিকারিক
(প্রশিক্ষণ ও সংরক্ষন) বারুইপুর

৫৩০১/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/০৮.১১.১৯

মাঙ্গলিকী

দিলীপবাবু গড়ে তুললেন শিশুদের আনন্দ আশ্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি : খুলে দাও হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার, বাড়িয়ে দাও দুটি হাত, নাও ডেকে ঘরে, পথে যাদের কাটে রাত।

হ্যাঁ ওরাও একটু ভালোবাসা পেতে চায়, চায় একটু নিরাপদ

আশ্রয়। আর এই অসহায় অনাথ শিশুদের সমাজের মূল স্রোতে ফেরাতে একান্ত নিজের প্রচেষ্টায় তার সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের হারউড পয়েন্ট কোষ্টাল থানার খিরিশতলার বাসিন্দা দিলিপ কুমার করণ গড়ে তুলেছেন সূর্যনগর আনন্দমন আশ্রম। যেখানে বর্তমানে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার ১৬জন অনাথ অসহায় শিশুর থাকা খাওয়া ও পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন দিলীপবাবু।

অবশ্য এই আনন্দমন আশ্রম শুরু করার পেছনে যে কারণ রয়েছে সে প্রসঙ্গে দিলীপ বাবু জানান, কর্মসূত্রে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করতেন তিনি তখনই তিনি দেখেন বহু অসহায় ও অনাথ শিশুরা নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এমনিতেই দিলীপ বাবু স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। আর তাই সেই অসহায় ও অনাথ শিশুদেরকে সমাজের মূল স্রোতে ফেরাতে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নিজের গ্রাম ক্ষিরিশতলায় ১১৭ নং জাতীয় সড়কের পাশে কয়েক শতক জায়গার উপর মাটির ঘর ও খড়ের ছাউনি দিয়ে ৮ বছর আগে গড়ে তোলে আনন্দমন আশ্রম।পরে কিছুটা পাকা ঘর করলেও বর্তমানে নিজের প্রতিবন্ধকতার জেরে অনটনের মাঝেও তিনি তার এই লড়াইয়ে থামেননি।

অবশ্য এই আনন্দমন আশ্রমে আজও সরকারি কোনও সাহায্য মেলেনি। নেই কোনও স্বাস্থ্যকর শৌচালয় রয়েছে পানীয় জলের সমস্যা ।একাধিক সমস্যার মাঝেও সমাজের কিছু মহৎ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কোন রকম অসহায় অবহেলিত অনাথ শিশুদেরকে প্রতিপালন করছেন দিলীপ কুমার করণ।

আশ্রমের শিশুরা জানায়,মাঝে মধ্যে কেউ তাদের প্রিয়জনের জন্মদিন বা বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করতে এই আশ্রমে আসে তখন তাদের মেলে একটু ভালো খাওয়া দাওয়া । এরকমই একটি বেসরকারি ব্যাংকের প্রায় ৪,০৫০ জন নিরাপত্তারক্ষীরা নিজেদের মাসিক জমানো টাকা দিয়ে ইউনিটি সোশ্যাল ওয়্যালফেয়ার সোসাইটি নামক একটি সংস্থার মাধ্যমে কিছু খাদ্য সামগ্রী ও বই খাতা দিয়ে পাশে দাঁড়ালো এই অসহায় শিশুদের পাশে।

অবশ্য এই সাহায্য হয়তো আশ্রমের সমস্যার পুরো সমাধান নয়। আশ্রমে যেমন একদিকে নেই শিশুদের আবাসিক ঘর,শৌচালয় ,কল তেমনই সম্প্রতি এক দুর্ঘটনায় অচল হয়েগেছে দিলীপ বাবুর একটি পা। তাই নিজের প্রতিবন্ধকতা থেকেও থামতে চায়না দিলীপবাবু।

হাতের লাঠির উপর ভর করে এই অসহায় শিশুদের সেবায় আজও সাবলীল তিনি।

রসিকতার ফলসিচড়ার উপাখ্যান

বাবুল কৃষ্ণ দে : রসিকতা নাট্যদলের নাটক 'ফলসি চড়ার উপাখ্যান' বিগত ২ অক্টোবর ২০১৯ তপন থিয়েটারে দেখার সুযোগ হল। নাটকটি না দেখলে লোকসান হয়ে যেত। আজকাল বড় দলের নাটক দেখে সেভাবে আর স্পার্ক বা রোমাঞ্চ লাগে না। তুলনামূলক ভাবে ছোট ও মাঝারি নাট্য দলগুলি কি ভাল ভাল কাজ করে চলেছে তা দেখলে আশায় বুক ভরে যায়। মনে হয় ভবিষ্যতের ব্যাটন হাতে নেওয়ার লোক এসে গিয়েছে। নাটকটি আমাকে ঘাড় ঘোরাতে দেয়নি। লোক নাট্যের আঙ্গিকে সাজানো নাটক। তাতে লেগে আছে নোনামাটির সোঁদা গন্ধ। সেই সঙ্গে রয়েছে লোকগানের সুন্দর প্রয়োগ। 'বনেশ্বরী বনবিবি বন্দনাটি করি' গান দিয়ে নাটক শুরু। সাদামাটা কাহিনীকে অভিনয়ের জোরে কোথায় নিয়ে যাওয়া যায় তার নিদর্শন রাখলো রসিকতা নাট্যদল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুধু দেখেছি আর স্তম্ভিত হয়েছি। যা দেখলাম তা নির্দেশক অনিধান ভট্টাচার্য ও সুমিত রায়ের যুগলবন্দি।

সঙ্গীত বহুল পালা তার মধ্যে লোক সঙ্গীতের আদলে তৈরি লোকগান 'বান্দরের দিয়া কেউ কামান দাগায় না' কিংবা 'নয়নে কাজল পরে লাগে বড় ভালো' গান দুটি সুন্দর ও সুগীত। সেই সঙ্গে রয়েছে কোরিও গ্রাফি ও দৈহিক পটুত্বের রোমাঞ্চকর নিদর্শন। এক কথায় মনভোলানো উপস্থাপনা।

ফলসি চড়া একটি প্রতিকী বা কাল্পনিক দ্বীপ ভূমি। ধরা যাক সুন্দরবন অঞ্চলের কোনও প্রান্তিক জনপদ। এই প্রান্তিক মানুষগুলির জীবিকা কাষ্ঠ আহরণ ও মধু সংগ্রহ। হতদরিদ্র মানুষগুলির জীবন যাপন খুব কষ্টের। মধু সংগ্রহের জন্য গহন অরণ্যে প্রবেশের পলে পরিবারের অনেকে বাঘের আক্রমণের শিকার হন। তথাপি জীবন তো থেমে থাকে না। এ ভাবেই সুখে দুঃখে পালা পার্বণে গাজনের উৎসবে জীবনের জয়গানে চলতে থাকে ফলসি চড়ার জীবন সংগ্রাম। বাঘের আক্রমণে এক গ্রামবাসীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হয়ে যায় ওদের জীবন। শেষে সর্দার বা গ্রাম্য মোড়ল নিজেই বাঘ মারার জন্য রওনা হয়ে ভীষণ ভাবে জখম হয়। তারপরে শহর থেকে শিকারী এনেও ব্যর্থ হয় ব্যাঘ্র হননে। হাড়ি বাঘার আক্রমণে সকলেই প্রাণ হারায়। পরিশেষে গ্রামের আপন ভোলা উদাসী বাউল

নয়ন গান গেয়ে গান বেধে যার জীবন কাটে, গ্রাম্য বালিকা সর্দারের মেয়ে কাজলকে নিয়ে যে ঘর বাঁধার স্বপ্নে মশগুল, সেইই কাজলের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে হাড়ি বাঘাকে নিকেশ করার দায়িত্ব এক রকম বাধ্য হয়েই নিজের কাঁধে তুলে নেয়। এরপর কি? তা নিশ্চয়ই সকলের জানতে ইচ্ছা করছে। হাড়ি বাঘাকে নিকেশ করে নয়ন কি গ্রামবাসীর মনে শান্তি এনে দিতে পারবে? পূরণ হবে কি নয়নের ঘর বাঁধার স্বপ্ন? সে সব জানতে গেলে অবশ্যই এই নাটকটি একবার দেখতে হবে। সাদামাটা কাহিনী হলেও বুনোট খুবই জুতসই ও উপভোগ্য। দলগত সংহতির নাটক। কুশীলবেরা নিজেদের সেরা টুকু নিংড়ে বের করে আনলেন। বাঁশের উপর মানুষের শরীরের উপর সে সব এন্টিক ক্রিয়াকৌশলের দৃশ্য–কোলাজ দেখলাম তা শারীরিক পটুত্ব ও দীর্ঘ অনুশীলনেই আয়ত্ব করা সম্ভব হয়েছে। এই নাটক সুমিত রায় ও নির্দেশক অভিজ্ঞান ভট্টাচার্যের যুগলবন্দি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

অভিনয়ে হাড়ি বাঘার ভূমিকায় কাজল শম্ভু, জিতেন সর্দারের চরিত্রে নির্দেশক অভিজ্ঞান ভট্টার্য, নয়নের ভূমিকায় সুমিত রায় এবং কাজলের ভূমিকায় শ্রীময়ী রায় বেশ দক্ষতার সঙ্গে ভালো কাজের নমুনা রাখলো। এই চার চরিত্রই এ নাটকের কেন্দ্রবিন্দু।

এছাড়া গ্রামবাসীদের চরিত্রে বুবাই– তপন দে, যতু– প্রসেনজিৎ বর্ধন, বংশলোচন– পল্লব মিশ্র, শৌভিক ঘোষ, রিপন দাস, স্নেহাশীষ দে, সুমন সরকার, সঞ্জীব সিনহা, সায়ন, বিশ্বম্ভর এবং জিতেন সর্দারের ছেলের ভূমিকায় হীরু চরিত্রে ইন্দ্রনীল রায় চৌধুরী নজর কাড়া কাজ করলেন। গ্রামবধূর ভূমিকায় হিমি শর্মা বেশ দক্ষ শিল্পী ওই এই নাটকের লিড সিঙ্গার। এছাড়া গ্রাম্য ললনাদের ভূমিকায় গান্ধর্বী খাটুয়া, সুকন্যা পাল, কাকলি বিশ্বাস, অনুপমা মাইতি এবং সোনাই দত্ত সকলেই নাচে গানে মাতিয়ে দিয়েছে। গান্ধর্বীর শরীরি বিভঙ্গ নান্দনিক। প্রত্যেক শিল্পীকেই অনুরোধ করবো সকলেই যেন নিয়মিত যোগ ব্যায়াম অনুশীলন করেন।

এটা ভীষণভাবে দরকার। নাটকে আলো এবং আবহ আরও দৃষ্টিনন্দন ও শ্রুতি নন্দন করার অবকাশ আছে। ইন্দ্রনীল মজুমদার ও মনোজ প্রসাদকে একটু ভাবতে অনুরোধ করছি। পোশাক আশাক বা কষ্টিউম ডিজাইনের জন্য দেবলীনা ভট্টাচার্যর একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য। অভিজ্ঞানের কাহিনী এবং স্ক্রিপ্টের বুনোট বেশ ভাল এবং গানগুলি সুরচিত। লাইভ মিউজিক এ নাটকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। সার্বিকভাবে একটা ভালো কাজের সাক্ষী হয়ে থাকলাম। রণজিৎ দত্তকে একটা উষ্ণ অভিনন্দন, হাড়ি বাঘার চোখ ধাঁধানো মেক–আপ বেশ ভালো লেগেছে। কাজল শম্ভুকে অভিনয়ে অনেকটা সহযোগ দিয়েছে। আরও ভালো কাজের প্রত্যাশায় রইলাম।

একটা শিল্পর পিছনে অনেক পলিটিক্স অনেক লড়াই থাকে। সেই নেপথ্য কাহিনীকে তুলে ধরছে নতুন প্রজন্মের পরিচালক তাঁর 'ব্যান্ড' ছবির মাধ্যমে।

সঙ্গীতে দুটি সোনা ও রুপো পেলেন বিনীতা পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার সঙ্গীত শিল্পী বিনীতা পাল ক্ল্যাসিক্যাল(ভোকাল) সঙ্গীতে দুটি সোনা ও রুপো পেলেন। শনিবার এলাহাবাদে প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতির তরফে বিনীতার হাতে সোনা, রুপার মেডেল ছাড়া শংসাপত্র সঙ্গীত প্রভাকর তুলে দেওয়া হয়। সালের ভোকাল সঙ্গীতের ওপর দেশ জুড়ে যে পরীক্ষা হয় তাতে বাংলার এই প্রতিভাবান শিল্পী দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। তারই শংসাপত্র এদিন তুলে দেওয়া হয় বিনীতার হাতে। বিনীতা শিলিগুড়িতে একটি প্রথম সারির ইংরেজি সংবাদপত্রের সাংবাদিক হিসাবেও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। বিনীতার বাবা নির্মল কুমার পাল শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক।

বিদ্যাসাগর চর্চা বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'বীরভূম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'বীরভূম সাহিত্য পরিষদে'র যৌথ উদ্যোগে সিউড়ি সাহিত্য পরিষদ হলে বিদ্যাসাগর চর্চা এবং বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হলো। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন অলোকা গাঙ্গুলী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপর আলোকপাত করেন বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. পার্থসারথী মুখোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন 'বীরভূম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনে'র সম্পাদক মৃনালজিৎ গোস্বামী। কবিতা পাঠ করেন 'বীরভূম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনে'র সদস্যা শিক্ষিকা সুজাতা সাহা। অনুষ্ঠান শেষে আগত সকলকে মিষ্টি এবং এগরোল সহযোগে অ্যাপায়িত করা হয়।

মাটি ও মানুষ

কৃষকবন্ধু কেঁচো উদ্ভিদ প্রাণী ও মানবের পরম আশীর্বাদ

প্রহ্লাদ চন্দ্র দাস: কেঁচো একটি অমেরুদণ্ডী, অঙ্গুরীমাল, উভয়লিঙ্গ প্রাণী। এই প্রাণী বর্তমানে ইউরিয়া ব্যবহারে বিলুপ্ত হতে চলেছে। একে কৃত্রিম চাষের প্রয়োজনীয়তা আছে। এর ব্যবহার জানলে চমকে উঠবেন। হেকিমী বা ইউনানী চিকিৎসায় এর তেল বাত ব্যথা, চর্মরোগ ও পুরুষাঙ্গ ও স্তনগ্রন্থি পুষ্টিতে মালিশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে, কেঁচো জাল দিয়ে বা লবণজল বা লেবুরস প্রয়োগ করে তেল তৈরি হয় যা নিম্নমানের।

বিশুদ্ধ কেঁচো তেল তৈরি করতে হলে কেঁচো প্রথমে কাঁচা দুধে চুবিয়ে দিলে পেটের মাটি নির্গত হয়, পরে পদ্মপাতা বা কচু পাতায় করে মুড়ে ঝাঁকালে ঘোলা জল মতো বিশুদ্ধ তেল পাওয়া যায়, যা অন্ধকারে কাঁচের শিশিতে হালকা আলোর মতো দেখা যায়। পরে প্রাণীটিকে আবার হেচারিতে ছেড়ে দেওয়া যায়। সাধারণত বড় আকৃতির কেঁচো পাওয়া দুষ্কর। ফলে এই পদ্ধতিতে তাকে বার বার ব্যবহার করা যেতে পারে বছরে দু–চার বার। তবে উত্তম প্রজাতীয় কেঁচো হল দুধে কেঁচো, যেগুলির মাথার পিছনে সাদাটে গলাবন্ধ রিং থাকে।

কেঁচো চাষ করতে হলে কচুরি পানা থেতো করে গোবর জল মিশিয়ে প্লাস্টিক সিটে মুড়ে ঠাণ্ডা জায়গায় মাস খানেক রেখে দিলে

পচে যে সার হয়, তাকে তখন মাটির বড় পাত্রে নিয়ে কেঁচো ছেড়ে দিলে প্রচুর কেঁচো হতে থাকে। তবে ছায়াযুক্ত খোলা জায়গায় রাখতে হবে।

এবার আসা যাক কেঁচো তেলের অতুলনীয় ব্যবহারে :–

১) বাত–ব্যথায় ইহার বাহ্যিক ব্যবহার তথা মালিশ অতি কার্যকরী। তবে কেঁচো তেলে দু–চার ফোঁটা কলায় ভরে সেবনে অল্পদিনেই আশ্চর্য ফলপ্রদ।

২) যে কোনও চর্মরোগে তথা শ্বেতী, একজিমা, টাকে, চুলের সমস্যায়, মুখের উজ্জ্বল্য রাখতে। সারা দেহকে চির তরুণ রাখতে অতি কার্য্যকরী মালিশ।

৩) চক্ষুরোগে ১ ফোঁটা ব্যবহারে ছানি, জলপড়া, দৃষ্টিহীনতা দূর হয়। রাত্রে অন্ধকারে নিশাচর প্রাণীদের মত দেখতে সাহায্য করে।

৪) পোড়া ঘায়ে অতি উত্তম ঔষধ। দাগ পড়তে দেয় না এবং যে কোনও পুঁজ ক্ষত দ্রুত নির্মূল করে।

৫) ইহা উভয় লিঙ্গ প্রাণী হওয়ায় এবং প্রচুর স্টেম সেল থাকায় ইহা দু–চার ফোঁটা করে কলায় ভরে কিছুদিন সেবনে অকাল বার্ধক্য দূর হয় এবং দেহের অন্তস্রাবি গ্রন্থি স্থলে পুর্নজাতক হয়ে তরুণত্ব প্রদান করেন। ফলে শতায়ু বৃদ্ধ ও পূর্ণ যুবক এবং শতায়ু বৃদ্ধাও পূর্ণযুবতী হয়ে যেতে পারেন এবং পুনরায় ইস্ট্রোজেন সাইকেল চালু হতে পারে। যেখানে ওভামের জোনাপেলুসিডা মোটা হয়ে নিষেকে বাধা হয়, তা অতি সহজে হতে পারে।

৬) ইহা যেমন গর্ভসঞ্চারে অতি সহায়ক আবার গর্ভবতীর সেবনে অক্সিটোসিন অধিক মাত্রায় বেড়ে গর্ভপাতকও বটে। তবে প্রতিমাসে একবার দু চার ফোঁটা কেঁচো তেল সেবনে যেমন মেনোপজ ঠেকাবে। তেমনি গর্ভসঞ্চার হলে তা অপসারণও করে দেবে।

৭) ইহা যে কোন যৌন রোগ জীবাণু প্রতরোধকও বটে।

৮) ইহা অগ্নাশয়ে দ্রুত বিটাসেল পূর্ণ নির্মাণ করে ইনসুলিন তৈরি যথোপযুক্ত করে। ডায়াবেটিসের রোগে ইনসুলিনের একমাত্র বিকল্প হতে পারে।

৯) ইহার বাহ্যিক ব্যবহারে যথা স্বল্প মাত্রায় গাছে স্প্রে করলে প্রচুর মাত্রায় ফুলফল হয় এবং সারা বছর ফলনশীল হয়। বীজ থেকে চারা করতে ও কলম করতে অতি উপকারী এই তেল।

১০) ইহার সেবনে গবাদির অফুরন্ত দুগ্ধ দান ক্ষমতা হয় তবে গর্ভাবস্থায় সেবনে গর্ভপাত ঘটবে, সাবধান।

১১) ইহা পোল্ট্রি ফার্ম ও ফিশারিতে খাদ্যে সংযোজনে অতীব লাভদায়ক হয়।

১২) বর্তমানে সারা বিশ্বে দীর্ঘজীবিতার বহু গবেষণা চলছে ও দীর্ঘ যৌবন সহ বাঁচার প্রয়াসে এই কেঁচো তেল মানুষকে সহস্র বছর দীর্ঘায়ু করতে পারে অসম্ভব নয়।

১৩) যে কোনও ক্যান্সার রোগের প্রতিকার এই স্টেমসেল যুক্ত কেঁচো তেল। দ্রৌপদীকে কাঁচা দুগ্ধ সহ সেবনে সূর্যের আশীর্বাদে শতায়ু ষোড়শী রেখেছিল।

১৪) সর্প বিষে হেমাটোক্সিকে ও নিউরোটক্সিক উভয় ক্ষেত্রে কেঁচো তেল রক্ত কণিকা ভাঙতে ও স্নায়ু বিকল করতে প্রতিরোধ করে।

১৫) দেহের কোষ সমূহের দেওয়ালকে স্ফীত হতে মুক্ত করে তার পুষ্টি আদান প্রদানে সাহায্য করে গঠন তত্ত্বে কোষ ঘনত্ব বাড়িয়ে পাতলা সুন্দর ও দীর্ঘজীবি প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়ে থাকে।

ঠান্ডা পড়তেই পূর্বস্থলীর মরশুমি ফুলের চারাগাছের চাহিদা বাড়ছে

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : হেমন্তের শুরুতে ঠান্ডা পড়তেই চারিদিকে মরশুমি ফুলের চারাগাছের চাহিদা বাড়ছে। এই চাহিদা অনুযায়ী চারাগাছের জোগান দিতে এখন রাজ্যের নার্সারিগুলির ব্যস্ততা তুঙ্গে। এই একই ছবি ধরা পড়ল পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী এলাকার নার্সারিগুলিতেও। এখানে ছোটো বড়ো মিলিয়ে শতাধিক নার্সারিতে সারাবছরই হরেকরকমের মরশুমি ফল, ফুল, বাতাবাহার প্রভৃতি চারাগাছের উৎপাদন হয়। এর ওপর ভিত্তি করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কয়েক হাজার মানুষের রুজি রোজগার হয়। পূর্বস্থলীর বিস্তীর্ণ এলাকার বাইরেও অসংখ্য মানুষের মরশুমি রোজগারের একটা নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হল এইসব চারাগাছের কারবার। সারাটা বছর এখানকার নার্সারিগুলির ফলফলাদির চারাগাছের কমবেশি চাহিদা থাকে। তবে, দেশি–বিদেশি হরেকরকম শীতকালীন ফুলের চারাগাছের চাহিদা সবকিছুকেই ছাপিয়ে যায়। শরতের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় গাঁদা, বেলি, জুঁই, জিনিয়া, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, দোপাটি, ডালিয়া, কসমস প্রভৃতি ফুলের চারা রোপণ করা হয়। তারপর চারাগুলি একটু বড় হলে নার্সারি থেকে ব্যবসায়ীরা পাইকারি দামে কিনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করেন। এধরনের ব্যবসায়ীরা সাধারণত খুচরো বিক্রি করে থাকেন। তাঁদের কাছ থেকে জানা গেল, রাজ্যের বিভিন্ন জেলার অভিজাত এলাকাগুলির

পূর্বস্থলী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে চারাগাছ গোছগাছে ব্যস্ত ব্যবসায়ীরা।

পাশাপাশি শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, চন্দননগর, নৈহাটি, আসানসোল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, বোলপুর, শান্তিনিকেতন, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি শহরে পূর্বস্থলীর মরশুমি ফুল, ফল, পাতাবাহারের চারাগাছের কদর রয়েছে। কালীপুজোর পরপর একটু ঠান্ডা পড়তেই এইসব মরশুমি ফুলের চারাগাছের চাহিদা শুরু হয়। এবারও যথারীতি বিভিন্ন এলাকার শৌখিন ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী চারাগাছ সরবরাহের কাজে প্রতিনিয়ত ব্যস্ততা বাড়ছে। আরও জানা গেছে, ওই সব বিক্রেতা চারাগাছ নিয়ে পূর্বস্থলী স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। এনাদের কেউ মাথায় চারাগাছের ঝাঁকা নিয়ে মহল্লায় মহল্লায় ফেরি করেন তো' কেউ কোনও জমজমাট বাজার, বাসস্ট্যান্ড, স্টেশন চত্বরে বসে বিক্রি করেন। ব্যবসায়ীরা এসময় তিন–চার মাস শীতকালীন এই ফুলের চারাগাছের কারবারের জন্য সারাটা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

গড়াপেটার কালোছায়া টাইগার শিবিরেও

পাঁচুগোপাল পালিত

মহম্মদ আজহারুদ্দিন, অজয় জাদেজা, মনোজ প্রভাকর, শ্রীশান্ত, হান্সি ক্রোনিয়ে থেকে বব উলমার একের পর এক ক্রিকেটারের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে ক্রিকেট জুয়ার নাম। কলঙ্ক লেপনের পর রহস্যজনক বিমান দুর্ঘটনায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক হ্যান্সি ক্রোনিয়ের মৃত্যু বা পাকিস্তানের ক্রিকেট কোচ বব উলমারের ওয়েস্ট ইন্ডিজের হোটেলে ক্রিকেট বিশ্বকাপ চলাকালীন আকস্মিক মৃত্যু সবের পিছনে দানা বেঁধেছে ঘোরতর রহস্য। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। প্রকৃত অপরাধী থেকে গিয়েছে অন্তরালে। কথা উঠেছে বেটিং জগতের অন্ধকারময়তা নিয়ে। চর্চা হয়েছে, অনুসন্ধান কমিটি বসেছে। ক্রিকেটারদের পাশাপাশি বেশ কিছু জুয়াড়িও ধরা পড়েছে। শোরগোল উঠেছে প্রচুর। কিন্তু শেষপর্যন্ত সব কিছুই গড্ডলিকা প্রবাহে পরিণত হয়েছে। বেটিং জগতের সঙ্গে সম্প্রতি আবার নাম জড়িয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক অলরাউন্ডার সাকিব-উল-হাসান এর। শুধু নাম আসাই নয়, সাকিবকে দু বছরের জন্য সাসপেন্ড পর্যন্ত করেছেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল। সাকিবকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে যে জুয়াড়ি সে আবার ভারতীয়। অর্থাৎ এই উপমহাদেশ জুড়ে সন্দেহের সেই দাবানল থেকেই যাচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাকিবের ক্রিকেটিয় দক্ষতায় মুগ্ধ হয়েছে ক্রিকেট বিশ্ব। গত বিশ্বকাপে বাংলাদেশ সেমিফাইনালে যেতে না পারলেও সাকিবের পারফরমেন্স ছিল উল্লেখ করার মতো।

গত বিশ্বকাপে সাকিবের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের প্রায় ৪০০ রান তাড়া করে অল্পের জন্য হারা ম্যাচটা আজও ক্রিকেটভক্তদের মনের মণিকোঠায় থেকে গিয়েছে। ওই ম্যাচে ডেভিড ওয়ার্নারের দুর্দান্ত ইনিংসে (১৬৬) ভর করে ৩৮২ রানের পাহাড় তোলে অস্ট্রেলিয়া। অনিয়মিত বোলার সৌম্য সরকারের ৩ উইকেট নেওয়া ছাড়া বাংলাদেশ বোলারদের নিয়ে যত কম লেখা যায় ততটাই ভালো। অথচ সেই দলটাই কিনা এই বিশাল রান তাড়া করে মাত্র ৪৮ রানে হারে অজিদের কাছে। ৩৮২ রানের জবাবে ৩৩৩ রান নিশ্চিতভাবে অসামান্য চেজ। তাই শেষ পর্যন্ত জিততে না পারলেও বাংলাদেশ সমস্ত দর্শকদের মন হয় করে নিল অচিরেই। ওয়ার্নারের পাল্টা সেঞ্চুরি করে গেলেন মুশফিকুর। অনবদ্য লড়লেন মাহমুদুল্লাহ। তামিম ইকবালের ব্যাটিংও মনে রাখার মতোই। সৌম্য সরকার দুর্ভাগ্যজনকভাবে রান আউট না হলে বড় ইনিংস গড়তেই পারতেন। লিটনও ভালো শুরু করে দাঁড়াতে পারলেন না। আসলে প্রায় ৪০০ রানের চাপ নিয়ে যে এমনভাবে লড়া যায় তা বাংলাদেশকে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। তবে সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন নিশ্চিতভাবে সাকিব-উল। যাঁর সম্পর্কে বর্তমান বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, ১০ হাজার বছরে একটা সাকিব আসে। সেই মানুষটাই কিনা ২ বছরের জন্য ক্রিকেট সার্কিট থেকে বাইরে। এটা শুধু বাংলাদেশ সমর্থক বলে নয়, ভারতীয়দেরও ব্যথিত করেছে।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশ যেভাবে তাদের প্রথম ম্যাচেই শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিয়েছিল তা রীতিমতো উল্লেখ করার মতো। কেকেআরের হয়ে খেলা সাকিবুল হাসান অসাধারণ খেলে ম্যান অফ দি ম্যাচ হলেও এই ম্যাচে প্রতিটা বেঙ্গল টাইগারকে দেখা গিয়েছে নিজেদের উজাড় করে দিতে। তামিম ইকবাল ও সৌম্য সরকার যে গোড়াপত্তনটা করেছিল তা পুরোপুরি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন বাকি খেলোয়াড়রা। আসল মুস্তাফিজুর থেকে বাকি সবাই যেভাবে খেলেছেন তাতে প্রোটিয়ারা ছিটকে গিয়েছে ম্যাচ থেকে। বাংলাদেশকে এই বড় জয় পেতে আরও সাহায্য করেছে স্লগ ওভারে তাদের অসম্ভব দাপট। বস্তুত, ৪৪ ওভারে ২৬০ তোলা বাংলাদেশ শেষ ৬ ওভারে পায় ৭০ রান।

এটাই দেখা গিয়েছে চূড়ান্ত তফাৎ গড়ে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকানদের সঙ্গে। কারণ, প্রোটিয়ারাও সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল রান তাড়া করতে। কিন্তু ওই ফারাকটা কিছুতেই ভরতে পারেনি আফ্রিকান সিংহরা। এক্ষেত্রেরা বাঘেরা কামাল করেছে ষোলোআনা ভালো খেলার মাধ্যমে। তার ওপর অধিনায়ক সাকিবের লড়াই যেন প্রতিটা বাংলার বাঘের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। সেজন্য প্রথম থেকেই টগবগ করে ফুটছিলেন বেঙ্গল টাইগাররা। সেই বাঘেদের রাজাই কিনা আজ মাঠের বাইরে। যদিও অধিনায়ককে ছাড়াই ভারতের মাটিতে প্রথম টি-২০ জিতে মামদুল্লাহরা প্রমাণ করেছেন বাংলার বাঘেরা সহজে হার মানে না। তাও ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এই দলের সঙ্গে সাকিব যুক্ত হলে সোনায় সোহাগা হয়ে উঠতে টাইগার ব্রিগেড।

শুরু হল কাটোয়ার ঐতিহ্যবাহী ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হল কাটোয়ার ঐতিহ্যবাহী হরিশ্চন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ড ও ইষ্টপদ দে রানার্সআপ কাপ নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০১৯। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া শহরে গোবিন্দ বাগান পুর ময়দানে ২ নভেম্বর এই খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলার পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ধ্রুব দাস, কাটোয়া মহকুমাশাসক সৌমেন পাল, বিধায়ক তথা কাটোয়ার পুরচেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এসডিপিও ত্রিদিব সরকার প্রমুখ। এদিন মাঠে শত শত দর্শকের উপস্থিতিতে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ফুটবলে শট দিয়ে উদ্বোধনী পর্বে খেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

কলকাতা লিগে নিয়মিত অংশগ্রহণকারী মহামেডান স্পোর্টিং, ইউনাইটেড স্পোর্টস, টালিগঞ্জ অগ্রগামী, রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ স্পোর্টস ক্লাব, এস এস কনস্ট্রাকশন, দেবগ্রাম ফুটবল ক্লাব এবং অম্বুজা স্পোর্টিং ক্লাবের যোগদানে এবারও এক মাস ব্যাপী ঐতিহ্যবাহী এই ফুটবল প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে বর্ণময় হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী কাটোয়ার ক্রীড়ামোদীগণ। চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১ ডিসেম্বর।

জাতীয় খেলা হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি :- দেশের জাতীয় খেলা হা-ডু-ডু। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের লোকজন এবং ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে কবাডি খেলা নামেই বেশি পরিচিত।

গত ৩ নভেম্বর রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরপাড়া সমাজ কল্যাণ সংঘ আয়োজিত নবম বর্ষের দিনেরাতে হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতার সূচনা করেন নিকারীঘাটা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান বিশ্বনাথ নস্কর। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রমজান সরদার,সুজাউদ্দিন সরদার,আবুল হোসেন গায়েন,আবুসালমা সরদার,সাহেব আলি সরদার,খালেক মোল্লা,সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

নবম বর্ষের দিনেরাতে অনুষ্ঠিত এই হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তের চল্লিশের এর অধিক প্রতিযোগী দল অংশগ্রহণ করে।উদ্বোধনী ম্যাচ টি অনুষ্ঠিত হয় মাঝেরপাড়া উত্তর প্রবীণ দল ও মাঝেরপাড়া দক্ষিণ নবীন দলের মধ্যে। ১০ পয়েন্ট বেশী পেয়ে মাঝেরপাড়া উত্তর প্রবীণ দল জয়লাভ করে।

উল্লেখ্য, এই জাতীয় হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড় ও দর্শকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ অটুট রেখে মনোবল বৃদ্ধি করতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাঝেরপাড়া কল্যাণ সমিতির নবম বর্ষের চার দিনের দিনেরাতে অনুষ্ঠিত হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা,ক্যানিং ব্লক তৃণমূল যুবসভাপতি পরেশরাম দাস,জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার,সমাজসেবী সৌরভ মন্ডল,তৃণমূলনেতা অর্ণব রায়,মুজিবর রহমান সরদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

নবম বর্ষের হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতার আয়োজক কমিটির সভাপতি আরাফাত সরদার বলেন ক্রিকেট,ফুটবলের দাপটে প্রত্যন্ত গ্রামবাংলা থেকে জাতীয় খেলা হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতা লুপ্ত হতে বসেছে।আগামীদিনে প্রত্যন্ত গ্রামবাংলার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষজন যাতে এই খেলায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আনন্দ উপভোগ করতে পারে তার জন্য আমাদের এই প্রতিযোগিতার আয়োজন। তিনি আরো বলেন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল কে পুরস্কৃত করা হবে।

খেলা চলবে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত। প্রতিদিন খেলায় মহিলা দর্শকদের সংখ্যা নজরকাড়ার মতো।

শুধু কবাডি বলে নয় ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল ও আরও নানা ইন্ডোর ও আউটডোর গেমসের প্রতি নজর দিলে ভারত অলিম্পিকস বা এশিয়ান গেমসের মতো বড় প্রতিযোগিতায় সফল হতে পারে বলেই মনে করেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের সাফ কথা ক্রিকেট নিয়ে হইচই হোক, মাতামাতি করুন ঠিক আছে। কিন্তু অন্য খেলাগুলিকেও যেন সমান গুরুত্ব দেয় সরকার।

এই প্রসঙ্গে তাঁরা যুক্তি দিয়েছেন, ক্রিকেট হল মাত্র ৮-১০ টি দেশের খেলা। এতগুলো বছর পেরিয়ে গেলেও ক্রিকেট খেলিয়ে দেশ বা এর পরিসর কিছুতেই বাড়ে নি। অথচ তাও দেশের তামাম ক্রীড়া ভক্তদের মধ্যে ক্রিকেটের প্রতি যে উন্মাদনা রয়েছে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় নি অন্য খেলাকে ঘিরে। হালফিলে অবশ্য কবাডি কিংবা ফুটবলে আইএসএল এর মতো যে ধরনের টুর্নামেন্ট হচ্ছে তার আকর্ষণ দিন দিন বাড়ছে। বহু মানুষ এইসব খেলার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছেন।

এভাবে পিছিয়ে পড়া খেলাকে প্রোমোট করার ফল হাতে হাতে পাচ্ছেও ভারত। ফুটবলেই র‍্যাঙ্কিংয়ে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়েছে সুনীল ছেত্রীদের ভারত। কিছুদিন আগেও দুশোর কাছে যারা ঘোরাফেরা করছিল সেই ভারত এখন প্রথম একশো দেশের মধ্যে চলে এসেছে। যেটা নিঃসন্দেহে বড় কৃতিত্ব হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

এছাড়া কবাডির ক্ষেত্রেও বিশ্বমানের যে লিগ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতেও দেখা যাচ্ছে দেশের প্রথম শ্রেণির ফিল্মস্টারদের অংশগ্রহণ জনপ্রিয়তা বাড়াচ্ছে। এভাবেই ধাপে ধাপে কিছু খেলার প্রসার ঘটলেও এখনও কেন্দ্রবিন্দু রয়ে গিয়েছে সেই ক্রিকেট। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যে পরিমাণ ধনী ছিল তার থেকে অনেক গুণ রোজগার বাড়ছে তার। অথচ অন্য খেলার বোর্ড বা সংস্থাগুলি এখনও রয়ে গিয়েছে সেই তিমিরেই। এ ব্যাপারে দেশের সরকারকে যেমন এগিয়ে আসতে হবে, ঠিক তেমনই অন্যান্য ক্রীড়ামোদী বা সংস্থাকেও সমান উদ্যোগী হতে হবে। তবে গিয়েই দেখা যাবে ভারত সত্যিই এগোচ্ছে । নচেৎ ক্রিকেটের মতো ছোট পরিসরের খেলায় ছড়ি ঘুরিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ভারতীয়দের। অলিম্পিক্স, এশিয়ান গেমসের মতো আন্তর্জাতিক মানের খেলায় সফল হতে হবে ভারতকে।

ফুটবল খেলাকে উদ্বুদ্ধ করতে নবীন প্রজন্মের কাছে বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় আর তেমন ভাবে ফুটবল খেলার বৈচিত্রের দেখা মেলে না।পাশাপাশি তরুণ প্রজন্ম এই ফুটবল খেলা থেকে যেন কয়েক কদম পিছিয়ে। বাঙালির প্রিয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ঘিরে বিশ বছর আগে যে উন্মাদনা দেখা যেতো বর্তমানে এই ফুটবল খেলার প্রতি নবপ্রজন্মের অনীহা হওয়ায় অতীতের সেই ঐতিহ্যবাহী ফুটবল টুর্নামেন্ট আর দেখা মেলে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা তথা সশস্ত্র সীমা বলের প্রাক্তন কর্মী দেবব্রত সরদার, কুলতলি আদিবাসী কল্যাণ সমিতি ও ও স্থানীয় বেশকিছু মানুষজন বর্তমান নবীন প্রজন্মের কাছে ফুটবল খেলার ঐতিহ্য কে ধরে রাখা, সামাজিক মেলবন্ধন গড়ে তোলা, সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে রবিবার বিকালে বাসন্তী ব্লকের কুলতলি নারায়ণতলা রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজন করেন নবীন-প্রবীণ প্রজন্মের এক প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট।

প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট টি অনুষ্ঠিত হয় নবীন প্রজন্মের ফুটবল টিম কুলতলি রামকৃষ্ণ ফুটবল আকাদেমি'র সাথে প্রবীণ ফুটবল টিম কুলতলি মিলনতীর্থ কোচিং সেন্টার মধ্যে। খেলার ফলাফল অমীমাংসিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও শেষ মুহূর্তে নবীন প্রজন্ম টিমের চিরঞ্জিত নায়েকের একমাত্র গোল জয় এনে দেয় কুলতলি রামকৃষ্ণ ফুটবল আকাদেমি কে। এমন অনন্য প্রীতিপূর্ণ ফুটবল টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক, পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রাক্তন ফুটবলার বিষ্ণুপদ দাস, লক্ষ্মণ ভঞ্জ,নিশিকান্ত নস্কর, কল্যাণব্রত পাহাড়ি, পার্থসারথি মন্ডল, মনোরঞ্জন সরদার সহ অন্যান্যরা।খেলায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল নজরে পড়ার মতো। উল্লেখ্য মহিলাদের ও একটি খেলা হওয়ার কথা থাকলেও অপর মহিলা টিম না আসায় খেলাটি স্থগিত রাখেন উদ্যোক্তারা। খেলাশেষে প্রবীণ ও নবীন দুটি ফুটবল টিম কে পুরস্কৃত করেন উদ্যোক্তারা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন এলাকায় ১৯৯৯ সালের পর থেকে কোন ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়নি। বর্তমানে আবার ফুটবল খেলা শুরু হওয়ায় আমরা গর্বিত ও আনন্দিত।

দার্জিলিং ম্যালে আয়োজিত হতে চলেছে বক্সিং প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফিটনেস ওয়ারিওর দার্জিলিং এর তরফে বাংলায় প্রথমবার আয়োজিত হতে চলেছে ইন্টারন্যাশন্যাল বক্সিং প্রতিযোগিতা। দার্জিলিং এর ম্যালে আয়োজিত হতে চলেছে বক্সিং প্রতিযোগিতাটি। এই প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রতিযোগীরা ছাড়াও আফগানিস্থানের ২ জন এবং কঙ্গো থেকেও ১ জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে। মহিলা, পুরুষ সকলেই এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন।

জাতীয় পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগীতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগীতায় প্রথম হলেন শিলিগু।রি ছেলে সৌরভ দত্ত,জম্মু কাশ্মীর অনুষ্ঠিত জাতীয় পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জয় করে আজ শিলিগুড়িতে ফিরে আসলেন তিনি শিলিগুড়ির নৌকাঘাটে তাকে ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা জানায় বিজেপির ৬ নম্বর মণ্ডল কমিটি।আনন্দ-উল্লাসের সাথে ঢাকঢোল বাজিয়ে তাকে তার বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যায় এলাকাবাসীরা।

সৌরভ দত্ত জানিয়েছে, জাতীয় পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতার জন্য ৬ মাস আগে থেকেই নিজেকে তৈরী করছিল সে। প্রতিদিন দু'বেলা দু'ঘণ্টা করে কঠোর পরিশ্রম করার পর আজ এই সাফল্য লাভ করেছে সে।এছা।ও ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখ ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইউএস-এ যাবে সে।

আন্ডুয়া ফুটবলে জয়ী মনিপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্ডুয়া পল্লিমঙ্গল সমিতির পরিচালনায় আন্ডুয়া ফুটবল ময়দানে তিনদিনের ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ১৬ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হলো। ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয় মনিপুর এবং রানার্স হয় ঝাড়খন্ডের হিরানপুর। চ্যাম্পিয়ন দলকে কুড়িহাজার টাকা ও ট্রফি এবং রানার্স দলকে দশহাজার টাকা ও ট্রফি দেওয়া হয়। খেলার পুরস্কারের অর্থ দেন তৃণমূল সহসভাপতি আলি মোর্তাজা খান। তৃণমূল সহসভাপতি আলি মোর্তাজা খান,প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আল হাজ আবুল খাঁ,তৃনমূল যুব নেতা কচি সাতঁরা সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

খেলা দেখতে মাঠে কয়েকহাজার ফুটবলপ্রেমী দর্শক উপস্থিত ছিলো।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com